BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : JAHMIYADER MOT ER KHONDON O TAWHID

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَالتَّوْحِيْدِ

জাহ্‌মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

٣٠٩٧ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيْدِ اللّٰهِ تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَعَالٰى جَدُّهُ-

৩০৯৭ অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উম্মতকে নবী ﷺ-এর দাওয়াত

٦٨٦٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللّٰهَ فَإِذَا عَرَفُوْا ذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فَقِيْرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوْا بِذٰلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ-

banglainternet.com

৬৮৬৮ আবূ আসিম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আসওয়াদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম আবূ মা'বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন নবী ﷺ মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান (বাসীদের) উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন,

তুমি আহলে কিতাবদের একটি কাওমের কাছে চলেছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে— তারা যেন আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। তারা তা স্বীকার করার পর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা নামায আদায় করবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি যাকাত ফরয করেছেন। তা (এই যাকাত) তাদেরই ধনশালীদের থেকে গ্রহণ করা হবে। আবার তাদের ফকীরদেরকে তা (বন্টন করে) দেওয়া হবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের থেকে (যাকাত) গ্রহণ কর। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তমাংশ গ্রহণ থেকে সংযমী হবে।

٦٨٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ وَالْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْاَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ . قَالَ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا، اَتَدْرِيْ مَاحَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ . قَالَ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ-

৬৮৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হে মুআয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন ঃ বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। (নবী ﷺ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন) আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তা হচ্ছে বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান না করা।

٦٨٧٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ، زَادَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَخِيْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৭০ ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার 'ইখলাস' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ ব্যাপারটি উল্লেখ করল; সে ব্যক্তিটি যেন সূরা ইখলাসের (মহত্ত্বকে) কম করে দেখছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন ঃ যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এই সূরাটি মর্যাদার দিক দিয়ে অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। ইস্‌মাঈল ইব্‌ন জাফর কাতাদা ইব্‌ন আল-নুমান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে (কিছুটা) বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٦٨٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلَالٍ اَنَّ اَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ فِىْ حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِىْ صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ-

৬৮৭১ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে জিহাদে পাঠালেন। নামাযে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন ইখ্‌লাস সূরাটি দিয়ে নামায শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী ﷺ-এর খেদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর কেনই বা সে এই কাজটি করেছে? এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এই সূরাটিতে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ পাক তাঁকে ভালবাসেন।

٣١٠٣ بَابُ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

৩১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহবান কর বা রাহমান নামে আহবান কর। তোমরা যেই নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তাঁর (১৭ ঃ ১১০)

٦٨٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَاَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ-

৬৮৭২ মুহাম্মদ (র) ..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া দেখান না, যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না।

٦٨٧٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اِحْدٰى بَنَاتِهِ يَدْعُوْهُ اِلٰى ابْنِهَا فِى الْمَوْتِ. فَقَالَ ارْجِعْ فَاَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَعَادَتِ الرَّسُوْلَ اَنَّهَا اَقْسَمَتْ لَتَاْتِيَنَّهَا. فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَدُفِعَ الصَّبِىُّ اِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَاَنَّهَا فِىْ شَنٍّ . فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ . فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ

banglainternet.com

اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ ، وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ-

৬৮৭৩ আবূ নুমান (র) .....উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ -এর কোন এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। নবী ﷺ সংবাদবাহককে বলে দিলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ যা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে রেখেছেন সবেরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে গিয়ে সবর করতে এবং প্রতিদানের আশা রাখতে বল। নবী ﷺ -এর কন্যা পুনরায় সংবাদ বাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, আপনাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি কসম দিয়ে বলেছেন। এরপর নবী ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে সাদ ইব্ন উবাদা (রা), মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-ও দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর শিশুটিকে নবী ﷺ -এর কাছে দেওয়া হল। তখন শিশুটির শ্বাস এমনভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যেন তা একটি মশকে রয়েছে। তখন নবী ﷺ -এর চোখ সিক্ত হয়ে গেল। সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (এটা কি?) তিনি বললেন ঃ এটিই রহম— দয়ামায়া, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু আল্লাহ্ তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

٣١٠٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

৩১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (৫১ ঃ ৫৮)

٦٨٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ-

৬৮৭৪ আবদান (র) ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর, সে ব্যাপারে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এর পরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

٣١٠٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا ، وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَاَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ ، اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَحْيٰى الظَّاهِرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا-

banglainternet.com

৩১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (৭২ ঃ ২৬)। (মহান আল্লাহ্র বাণী) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছে রয়েছে।

(৩১ ঃ ৩৪)। তা তিনি জেনে শুনে অবতীর্ণ করেছেন (৪ ঃ ১৬৬)। কোন নারী তার গর্ভে কি ধারণ করবে এবং কখন তা প্রসব করবে তা তাঁর জানা আছে। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত। আবূ আবদুল্লাহ্ [(বুখারী (র)] বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশমান, আবার তিনি জ্ঞানের আলোকে সবকিছুতেই পরিলুপ্ত

٦٨٧٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَيَعْلَمُهَا الاَّ اللّٰهُ، لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ الاَّ اللّٰهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ الاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتٰى يَأْتِي الْمَطَرُ اَحَدٌ الاَّ اللّٰهُ، وَلاَتَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ الاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ الاَّ اللّٰهُ-

৬৮৭৫ খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন্ ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

٦٨٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ الاَّ اللّٰهُ -

৬৮৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

٣١٠٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ-

৩১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক

٦٨٧٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ،

banglainternet.com

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

৬৮৭৭ আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর পেছনে নামায আদায় করতাম। তখন আমরা বলতাম, আল্লাহ্র উপর সালাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তো নিজেই সালাম। হাঁ, তোমরা বল, ... اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

٢٠١٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ مَلِكِ النَّاسِ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ

৩১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ মানুষের অধিপতি (১১৪ ঃ ২) এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٨٧٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ . وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ -

৬৮৭৮ আহমদ ইবন সালিহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন ঃ আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? শুআয়ব, যুবায়দী, ইবন মুসাফির, ইসহাক ইবন ইয়াহ্ইয়া (র), ইমাম যুহরী (র) আবূ সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ، وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَقُوْلُ جَهَنَّمُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهَا، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ، وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعِزَّتِكَ لاَ غِنًى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ

banglainternet.com

৩১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫৯ ঃ ২৪)। (তারা যা আরোপ করে তা থেকে) পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, ইয্যতের অধিকারী প্রতিপালক। ইয্যত তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলেরই। (৬৩ ঃ ৮)

কেউ যদি আল্লাহ্‌র ইয্যত ও সিফাতের হলফ করে (তার হুকুম কি হবে)? আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যতের কসম, যথেষ্ট হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি অবস্থান করবে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যখানে। তখন সে (আর্তনাদ করে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেহারাখানি জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে (একটু জান্নাতের দিকে করে) দিন। আপনার ইয্যতের কসম। আপনার কাছে এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। আবূ সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা (ঐ ব্যক্তিকে) বলবেন, তোমাকে তা প্রদান করা হল এবং এর সাথে আরো দশগুণ অধিক দেওয়া হল। নবী আইউব (আ) দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনার ইয্যতের কসম! আমি আপনার বরকতের সুষমা থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করি না

٦٨٧٩ حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

৬৮৭৯ আবূ মা'মার (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ কথা বলে দোয়া করতেন ঃ আমি আপনার ইয্যতের আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আর আপনার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জ্বিন ও মানুষ সবই মরণশীল।

٦٨٨٠ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ، وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَعَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَهِيَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِيْ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَيَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتّٰى يُنْشِئَ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ -

৬৮৮০ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। খালীফা ও মুতামির (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? আর শেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে রাখবেন। তখন এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্থির হতে থাকবে। আর বলবে আপনার ইয্যত ও করমের

banglainternet.com

কসম! যথেষ্ট হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ সেই শূন্য জায়গার জন্য নতুন করে কিছু মাখলূক সৃষ্টি করবেন এবং এদের জন্য জান্নাতের সেই শূন্যস্থানে বসতি স্থাপন করে দেবেন।

٣٠١١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

৩০১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি

٦٨٨١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا فِيْهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ. قَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا اَخَّرْتُ، وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ ، اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا اِلٰهَ لِيْ غَيْرُكَ-

৬৮৮১ কাবীসা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলায় এ বলে দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর সুনিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই যথার্থ। আপনার প্রতিশ্রুতিই যথাযথ। যথাযথ আপনার মুলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করেছি। ফিরে এসেছি আপনারই সমীপে। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি। (হক ও বাতিলের ফায়সালা) আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন আমার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ্, আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নেই।

٦٨٨٢ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا وَقَالَ اَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ-

৬৮৮২ সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... সুফিয়ান (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আপনিই সত্য এবং আপনার বাণীই যথার্থ।

٣١١١ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا

banglainternet.com

৩১১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (৫৮ ঃ ১), আমাশ তামীম, উরওয়া (র), আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র, যার শ্রবণশক্তি শব্দরাজিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এরই পরে আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ -এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হে রাসূল! আল্লাহ্ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে। (৫৮ ঃ ১)

٦٨٨٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ اِرْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا ثُمَّ اَتَى عَلَىَّ وَاَنَا اَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، فَقَالَ لِىْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِهٖ-

৬৮৮৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু সদয় হও। কেননা, তোমরা ডাকছ না বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে। বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং ঘনিষ্ঠতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স! পড় لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কেননা এটি জান্নাতের খাযিনাসমূহের একটি। অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই বাক্যটির দিকে পথ প্রদর্শন করব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খাযিনা)?

٦٨٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهٖ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

৬৮৮৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার নামাযে দোয়া করতে পারি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি বল, اللهم انى ظلمت نفسى.... হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।

banglainternet.com

٦٨٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ نَادَانِىْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ.

৬৮৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের উক্তি শুনেছেন এবং তারা আপনার সাথে যে প্রতিউত্তর করেছে তাও তিনি শুনেছেন।

٣١١٢ بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

৩১১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনি বলে দিন, তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী

٦٨٨٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِىُّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ ، وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِى فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ قَالَ اَوْ فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ شَرٌّ لِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ-

৬৮৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সকল কাজে এভাবে ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নেয়। তারপর এ বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমি আপনারই ইল্‌মের সাহায্যে মঙ্গল তলব করছি। আর আপনারই কুদরতের সাহায্যে আমি শক্তি অন্বেষণ করছি। আর আপনারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই শক্তি রাখেন, আমি কোন শক্তি রাখি না। আপনিই সব কিছু জানেন, আমি কিছুই জানি না। গায়বী বিষয়াদির বিশেষজ্ঞ একমাত্র আপনি। এরপর নামায আদায়কারী মনে মনে স্বীয় উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজটি আমার জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই স্থানে বলেছেন ঃ আমার

banglainternet.com

দীন-দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণবহ, তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে নিন এবং তা সুগম করে দিন, আর আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনি জানেন যে, এটি আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে অথবা আমার তাৎক্ষণিক ও আপেক্ষিক ব্যাপারে অমঙ্গলজনক, তবে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন। আর নির্ধারণ করুন আমার জন্য যা হয় কল্যাণকর এবং সেটিতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

٣١١٣ بَابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ

৩১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমিও তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নগুলোতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব

٦٨٨٧ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ-

৬৮৮৭ সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় কসম করতেন এই বলে (নাসূচক বিষয়ে) না। তাঁর কসম, যিনি অন্তরসমূহ পরিবর্তন করে দেন।

٣١١٤ بَابُ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ اِسْمٍ اِلاَّ وَاحِدًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُو الْجَلاَلِ الْعَظَمَةِ الْبَرُّ اللَّطِيْفُ-

৩১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার একশত থেকে এক কম (নিরানব্বইটি) নাম রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذو الجلال -এর অর্থ মহানত্বের অধিকারী, البر :-এর অর্থ দয়ালু

٦٨٨٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، اَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ-

৬৮৮৮ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশতটি) নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহ মুখস্থ করে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। احصيناه -এর অর্থ حفظناه অর্থাৎ আমরা একে মুখস্থ করলাম।

٣١١٥ بَابُ السُّؤَالِ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ وَالاِسْتِعَاذَةُ بِهَا-

৩১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া

banglainternet.com

٦٨٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ

بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا ، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. تَابَعَهُ يَحْيٰى وَبِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَزَادَ زُهَيْرٌ وَاَبُوْ ضَمْرَةَ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৮৯ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কেউ (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) শয্যায় গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাব। তুমি যদি আমার জীবনটুকু আটকিয়ে রাখ; তাহলে তাকে মাফ করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তা হলে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে যেভাবে হিফাযত কর, সেভাবে তার হিফাযত করবে। এই হাদীসেরই অনুকরণে ইয়াহ্ইয়া ও বিশ্র ইবন মুফাদ্দাল (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহায়র, আবূ যামরা, ইসমাঈল ইবন যাকারিয়া (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন আজলান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٨٩٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

৬৮৯০ মুসলিম (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আপন শয্যায় যেতেন, তখন এই বলে দোয়া করতেন — হে আল্লাহ্! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুম) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

٦٨٩١ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِاسْمِكَ نَمُوْتُ وَنَحْيٰى فَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

banglainternet.com

৬৮৯১ সাদ ইবন হাফ্স (র)..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে যখন তাঁর শয্যায় যেতেন তখন বলতেন ঃ আমরা তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জীবিত হচ্ছি (নিদ্রায় যাচ্ছি, নিদ্রা

থেকে জাগ্রত হচ্ছি এবং তিনি যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

٦٨٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِىَ اَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقْدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا-

৬৮৯২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে এবং সে বলে আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে পৃথক রাখুন। এবং আপনি আমাদের যে রিযিক দান করেন তা থেকে শয়তানকে পৃথক রাখুন এবং উভয়ের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না।

٦٨٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ قُلْتُ اُرْسِلُ كِلَابِىَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَاَمْسَكْنَ فَكُلْ وَاِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ-

৬৮৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর (শিকারের জন্য) ছেড়ে দেই। নবী ﷺ বললেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে দেবে এবং যদি সে কোন শিকার ধরে আনে, তাহলে তা খেতে পার। আর যদি ধারাল তীর নিক্ষেপ কর এবং এতে যদি শিকারের দেহ ফেড়ে দেয়, তবে তা খেতে পার।

٦٨٩٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰهُنَا اَقْوَامًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَاْتُوْنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِىْ يَذْكُرُوْنَ عَلَيْهَا اسْمَ اللّٰهِ اَمْ لَا قَالَ اذْكُرُوا اَنْتُمْ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُوْا . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ وَاُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ-

৬৮৯৪ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখানে এমন কতিপয় কাওম আছে, যারা সদ্য শিরক বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়ে আসে। সেগুলো যবাই করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে কিনা তা

banglainternet.com

আমরা জানি না। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা খাবে। এই হাদীস বর্ণনায় আবূ খালিদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, দায়াওয়ার্দী এবং উসামা ইব্‌ন হাফস।

٦٨٩٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ-

৬৮৯৫ হাফস ইব্‌ন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে এবং তাকবীর বলে দু'ইটি ভেড়া কুরবানী করেছেন।

٦٨٩٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ-

৬৮৯৬ হাফস ইব্‌ন উমার (র)..... জুনদাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন নবী ﷺ এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ নামায আদায় করলেন। এরপর খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন ঃ সালাত আদায় করার পূর্বে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবাই করেছে, সে যেন এর স্থলে আরেকটি কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) যবাই করেনি সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যবাই করে।

٦٨٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ-

৬৮৯৭ আবূ নুআঈম (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। কারো কসম করতে হলে সে যেন আল্লাহ্‌র নামেই কসম করে।

٣١١٤ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللّٰهِ ، وَقَالَ خُبَيْبٌ وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ-

৩১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা। খুবায়ব (রা) বলেছিলেন, وذلك في ذات الاله (এবং ওটি আল্লাহ্‌র সত্তার স্বার্থে) আর তিনি মূল সত্তাকে তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে বলেছিলেন

٦٨٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةً مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ

banglainternet.com

مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ قَالَ خُبَيْبٌ شِعْرٌ

مَا أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا- عَلٰى اَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَا يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَاَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ اُصِيْبُوْا-

৬৮৯৮ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দশজন সাহাবীর একটি দল পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়ব আনসারী (রা)-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আয়ায আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিসের কন্যা তাকে জানিয়েছে, যখন খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করার জন্য তারা সবাই একত্রিত হল, তখন খুবায়ব (রা) পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার থেকে একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। আর যখন তারা খুবায়বকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন খুবায়ব আনসারী (রা) কবিতা আবৃত্তি করে বললেন ঃ "মুসলমান হওয়ার কারণেই যখন আমাকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন এতে আমার কোন আফসোস নেই। যে পার্শ্বেই ঢলে পড়ি না কেন, আল্লাহ্র জন্যই আমার এ মরণ। একমাত্র আল্লাহ্র সত্তার স্বার্থে আমার এ জীবন দান। যদি তিনি চান তবে আমার কর্তিত অঙ্গরাজির প্রতিটি টুকরায় তিনি বরকত দেবেন।" এরপর হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। তাঁদের সে মসীবতের খবরটি নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

٣١١٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ، وَقَوْلُهُ : تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ

৩১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন (৩ ঃ ২৮)। আল্লাহ্র বাণী ঃ আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই (৫ ঃ ১১৬)

٦٨٩٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ-

৬৮৯৯ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহ্র চেয়ে অধিক ভালবাসে।

٦٩٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلٰى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ-

banglainternet.com

৬৯০০ আবদান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন মাখলূক সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে লিখছেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর সংরক্ষিত আছে, "আমার গযবের উপর আমার রহমতের প্রাধান্য রয়েছে।"

٦٩٠١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ ، فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ ، وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ ، ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا ، وَاِنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً-

৬৯০১ উমার ইব্ন হাফস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেইরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দুই বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

٣١١٨ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

৩১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল (২৮ ঃ ৮৮)

٦٩٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا اَيْسَرُ-

৬৯০২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... জাবির ইন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি যখন নাযিল হল ঃ "হে নবী আপনি বলে দিন তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করতে তিনিই সক্ষম (৬ ঃ ৬৫)। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ্ তখন বললেন ঃ "কিংবা তোমাদের পদতল থেকে"; তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এটি তুলনামূলক সহজ।

banglainternet.com

٣١١٩ بَابُ قَوْلِهِ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ، تُغَذّٰى ، وَقَوْلُهُ : تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا

৩১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও (২০ ঃ ৩৯)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে (৫৪ ঃ ১৪)

٦٩٠٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ ، وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلٰى عَيْنِهِ ، وَاِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ -

৬৯০৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। অবশ্যই আল্লাহ্ অন্ধ নন। এর সাথে সাথে নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ তো কানা। তার চোখটি যেন আংগুরের ন্যায় ভাসা ভাসা।

٦٩٠٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ اَنْذَرَ قَوْمَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلاَ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ-

৬৯০৪ হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর কাওমকে কানা মিথ্যুকটি সম্পর্কে সাবধান করেননি। এই মিথ্যুকটি তো কানা (দাজ্জাল)। আর তোমাদের প্রতিপালক তো অন্ধ নন। তার (দাজ্জালের) দু'চোখের মাঝখানে কাফের (শব্দ) লেখা থাকবে।

٣١٢٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ-

৩১২০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা (৫৯ ঃ ২৪)

٦٩٠٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنُ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ اَنَّهُمْ اَصَابُوْا سَبَايَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَسْتَمْتِعُوْا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسَاَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةً اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا-

banglainternet.com

৬৯০৫ ইসহাক (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনী মুসতালিক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মুজাহিদগণ যুদ্ধে কতিপয় বন্দিনী লাভ করলেন। এরপর তাঁরা এদেরকে ভোগ করতে

চাইলেন। আবার তারা যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাও পোষণ করছিলেন। তাই তারা নবী ﷺ -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ এতে তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত জীবন সৃষ্টি করবেন, তা সবই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুজাহিদ (র) কাযআ (র)-এর মধ্যস্থতায় আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যত জীবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা সৃষ্টি করবেন।

٣١٢١ بَابُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

৩১২১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।

٦٩٠٦ حَدَّثَنِيْ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا . فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكَ . وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ اَصَابَ . وَلٰكِنْ اِئْتُوْا نُوْحًا . فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ اللّٰهُ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ اَصَابَ . وَلٰكِنْ اِئْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِيْ اَصَابَهَا . وَلٰكِنِ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا . فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ اَصَابَ . وَلٰكِنِ اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوْحَهُ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَلٰكِنِ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا اَعْبُدُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَاْتُوْنِيْ فَاَنْطَلِقُ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ وَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ . وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَاَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّيْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . ثُمَّ اَرْجِعُ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِيْ . ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّيْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَرْجِعُ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ . قَالَ

banglainternet.com

النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً-

৬৯০৬ মুআয ইবন ফাদালা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন, তখন তারা উক্তি করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোন সুপারিশ যদি নিয়ে যেতাম; তাহলে তিনি আমাদেরকে এই স্থানটি থেকে বের করে শান্তি প্রদান করতেন। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম (আ)! আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশ্তাগণ দিয়ে সিজ্দা করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এই স্থানটি থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি প্রদান করেন। আদম (আ) তখন বলবেন, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নই। এবং আদম (আ) তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং নূহ্ (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্র প্রথম রাসূল। যাঁকে তিনি যমীনবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (এ কথা শুনে) তারা নূহ্ (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তিনি তাঁর কৃত ত্রুটির কথা স্মরণ করে বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহ্র খলীল (বন্ধু) ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে চলে আসবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় কৃত ত্রুটিসমূহের কথা উল্লেখ পূর্বক বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ করেছিলেন। তারা তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। মূসা (আ)-ও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি স্বীয় কৃত ত্রুটির কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর রাসূল, কালেমা ও রূহ্। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা, যাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে। আমি আমার প্রতিপালককে যখন দেখতে পাব, তখনই আমি তাঁর সামনে সিজদায় পড়বো। আল্লাহ্ তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে সেভাবে রাখার রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। (যা বলার) বলুন। শোনা হবে। (যা চাওয়ার) চান, দেয়া হবে। (যা সুপারিশ করার) করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজির দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর আমি শাফা'আত করব। আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে আসব। যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পাব তখন তাঁর জন্য সিজ্দায় পড়বো। আল্লাহ্র মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে এভাবে রাখতে চাইবেন রেখে দেবেন।

banglainternet.com

তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসাবাক্য দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। এবং সুপারিশ করব। তখনো আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি আবার ফিরে আসব। আমি এবারও আমার প্রতিপালককে দেখামাত্র সিজদায় পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেয়া প্রশংসাবাক্য দ্বারা প্রশংসা করে শাফাআত করব। তখনও একটা সীমা বাতলানো থাকবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলব, হে প্রতিপালক! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে কুরআন আটক করে রেখে দিয়েছে। এবং যাদের উপর স্থায়ীভাবে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে, অথচ তার হৃদয়ে একটি যবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি গমের ওযন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা হবে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মাত্র কল্যাণ (ঈমান) আছে।

٦٩٠٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدُ اللّٰهِ مَلْئٌ لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرَى الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ-

৬৯০৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র হাত পরিপূর্ণ, রাত দিন খরচ করলেও তাতে ঘাটতি আসে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? আসমান যমীন পয়দা করার পর থেকে তিনি যে কত খরচ করেছেন, এতদ্সত্ত্বেও তাঁর হাতে যা আছে, তাতে কিঞ্চিতও কমেনি। এবং নবী ﷺ বলেছেন ঃ তখন তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থান করছিল। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে পাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান।

٦٩٠٨ حَدَّثَنِىْ مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبِضُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمٰوٰتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ. وَقَالَ عُمَرُ ابْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا وَرَوَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ-

banglainternet.com

৬৯০৮ মুকাদ্দাম ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীটা তাঁর মুঠোতে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ একমাত্র আমিই। সাঈদ (র) মালিক (র) থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। উমর ইবন হামযা (র) সালিম (র)-এর মাধ্যমে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে তাঁর মুঠোয় নিয়ে নেবেন।

٦٩٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ يَهُوْدِيًّا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلٰى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَاَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ-قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَزَادَ فِيْهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا لَهُ-

৬৯০৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইহুদী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে আসমানগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ একমাত্র আমিই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক পর্যন্ত দীপ্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন, এই বর্ণনায় একটু সংযোজন করেছেন, ফুদায়ল ইবন আয়ায..... আবিদা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার সমর্থনে হেসে দিলেন।

٦٩١٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلٰى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَاَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ-

banglainternet.com

৬৯১০ উমর ইবন হাফ্স ইবন গিয়াস (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের থেকে জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আবুল কাসিম! (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, গাছ ও কাদামাটিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং বাকি সৃষ্টিরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে ওঠলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ আর তারা আল্লাহ্ পাকের মহানত্বের যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি।

٣١٢٢ بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ شَخْصَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ

৩১২২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়

٦٩١١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَاَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللّٰهِ لاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ وَمِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ اَحَدَ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ ، وَلاَ اَحَدَ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لاَشَخْصَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ-

৬৯১১ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইবন উবাদা (রা) বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এই উক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ্ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহ্র চাইতে বেশি পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এইজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মস্তুতি আল্লাহ্র চেয়ে বেশি কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

٣١٢٣ بَابُ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ وَسَمَّى اللّٰهُ نَفْسَهُ شَيْئًا ، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ ، وَقَالَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ

banglainternet.com

৩১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? বল, আল্লাহ্। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে 'শাইউন' (বস্তু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার নবী ﷺ কুরআনকে বস্তু

আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এটি আল্লাহ্‌র গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল

٦٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِرَجُلٍ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْئٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا-

৬৯১২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... সাহাল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে (সাহাবী) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক সূরা অমুক সূরা। তিনি সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করেছিলেন।

٣١٢٤ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ : اِسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ اِرْتَفَعَ فَسَوّٰهُنَّ خَلَقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَعَلاَ عَلَى الْعَرْشِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْمَجِيْدُ الْكَرِيْمُ ، وَالْوَدُوْدُ الْحَبِيْبُ ، يُقَالُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، كَاَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَاجِدٍ وَمَحْمُوْدٌ مِنْ حَمِدَ.

৩১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক। আবুল আলীয়া (র) বলেন, **استوى الى السماء** -এর মর্মার্থ হচ্ছে আসমানকে উড্ডীন করেছেন। **فسوهن** -এর মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি আসমানরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, **استوى على العرش**-এর মর্মার্থ হল, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, **مجيد** অর্থ সম্মানিত, **الودود** অর্থ প্রিয়। বলা হয়ে থাকে, **حميد مجيد** মূলত প্রশংসনীয় ও পবিত্র। বস্তুত এটি **ماجد** থেকে **فعيل** -এর ওযনে এসেছে। আর **محمود** (প্রশংসনীয়) এসেছে **حمد** থেকে।

٦٩١٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اَقْبِلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَقْبِلُوا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ . قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ ، وَلِنَسْاَلَكَ عَنْ اَوَّلِ هٰذَا الْاَمْرِ مَا كَانَ ، قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ ثُمَّ اَتَانِىْ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ اَطْلُبُهَا فَاِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُوْنَهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ اَقُمْ-

banglainternet.com

৬৯১৩ আবদান (র) .... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে বনূ তামীম-এর কাওমটি এল। নবী ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে বনূ তামীম। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। প্রতিউত্তরে তারা বলল, আপনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ যখন প্রদান করেছেন, তাহলে কিছু দান করুন। এ সময় ইয়ামানবাসী কতিপয় লোক নবী ﷺ -এর সেখানে উপস্থিত হল। নবী ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ হে ইয়ামানবাসী! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। বনূ তামীম তা গ্রহণ করল না। তারা বলে উঠল, আমরা গ্রহণ করলাম শুভ সংবাদ। যেহেতু আমরা আপনার কাছে এসেছি দীনী জ্ঞান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, এ দুনিয়া সৃষ্টির আগে কি ছিল? নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তখন ছিলেন, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ তখন পানির ওপর ছিল। এরপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন। এবং লাওহে মাহফূযে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন। রাবী বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উষ্ট্রী পালিয়ে গিয়েছে, তার খবর লও। আমি উষ্ট্রীর সন্ধানে চললাম। দেখলাম, উষ্ট্রী মরীচিকার আড়ালে আছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! আমার মন চাচ্ছিল উষ্ট্রী চলে যায় যাক তবুও আমি মজলিস ছেড়ে যেন না উঠি।

٦٩١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ يَمِيْنَ اللّٰهِ لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِيْنِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ-

৬৯১৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্র ডান হাত পরিপূর্ণ, রাত দিনের খরচেও তা কমে না। তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিনি কত খরচ করে চলেছেন, তবুও তাঁর ডান হাতের কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছে। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে দেওয়া এবং নেওয়া। তা তিনি উঠান ও নামান।

٦٩١٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُوْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هٰذِهِ الْآيَةَ . قَالَ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فِيْ شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

banglainternet.com

৬৯১৫ আহমদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইবন হারিসা (রা) অভিযোগ নিয়ে আসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে

তোমার কাছে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি কোন জিনিস গোপনই করতেন, তাহলে এই আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যায়নাব রা) অপরাপর নবী সহধর্মিণীর কাছে এই বলে গৌরব করতেন যে, তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে তোমাদের পরিবার-পরিজন, আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাবিত (রা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (হে নবী) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করতেন আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি লোকদের ভয় করছিলেন। এই আয়াতটি যায়নাব ও যায়িদ ইব্‌ন হারিসা। (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

٦٩١٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ فِىْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَاَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَنْكَحَنِىْ فِى السَّمَاءِ-

৬৯১৬ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-কে কেন্দ্র করে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। নবী ﷺ যায়নাবের সাথে তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা হিসাবে সেদিন রুটি ও গোশ্‌ত আহার করিয়েছিলেন। সহধর্মিণীদের উপর যায়নাব (রা) গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আসমানে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

٦٩١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ-

৬৯১৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন সকল মাখলূক পয়দা করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপর তাঁরই কাছে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।"

٦٩١٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، فَاِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذٰلِكَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ، فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ-

banglainternet.com

৬৯১৮ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে, আল্লাহ্ তাঁর ব্যাপারে এ দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে অবস্থান করুক। সাহাবীগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বিষয়টি আমরা লোকদের জানিয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ অবশ্যই, জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইবে, তখন ফিরদাওস জান্নাত চাইবে। কেননা, সেটি হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহ্র) আরশটি এরই ওপর অবস্থিত। এই ফিরদাওস থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে।

٦٩١٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِيْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ . قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِي السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي السُّجُوْدِ وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ . فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا . ثُمَّ قَرَاَ ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا فِيْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ-

৬৯১৯ ইয়াহ্ইয়া ইবন জাফর (র.)..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন সেখানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন ঃ হে আবূ যর! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবূ যর (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজ্দার জন্য। তারপর সিজ্দার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে হুকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিলাওয়াত করলেন, "এটিই তার অবস্থান স্থল" আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরআত অনুযায়ী।

٦٩٢٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ وَاَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ .

banglainternet.com

৬৯২০ মূসা (র)..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তাই আমি কুরআনের বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। পরিশেষে

সূরা তাওবার শেষাংশ একমাত্র আবূ খুযায়মা আনসারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। (আর তা হচ্ছে) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে সূরা বারাআতের শেষ পর্যন্ত।

٦٩٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا . وَقَالَ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ-

৬৯২১ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... ইউনুস (র) থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ও আবূ খুযায়মা আনসারীর কাছে এ আয়াত পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

٦٩٢٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيْمُ الْحَلِيْمُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

৬৯২২ মুআল্লা ইবন আসাদ (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃখ যাতনার সময় নবী ﷺ দোয়া করতেন এই বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, তিনি আরশ আযীমের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি।

٦٩٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ . وَقَالَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُبْعَثُ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ-

৬৯২৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। (যখন আমার হুঁশ ফিরে আসবে) তখন আমি মূসা (আ)-কে আরশের একটি পায়া ধরে দণ্ডায়মান দেখতে পাব। বর্ণনাকারী মাজিশুন আবদুল্লাহ্ ইবন ফাজল ও আবূ সালামার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সবচাইতে আগে পুনরুত্থিত হব। তখন মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশ ধরে আছেন।

banglainternet.com

٣١٢٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ . وَقَوْلُهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَقَالَ اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِاَخِيْهِ اِعْلَمْ لِىْ

عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ يَاتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ، يَقُوْلُ ذِى الْمَعَارِجِ الْمَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ اِلَى اللّٰهِ

৩১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। (৭০ ঃ ৪)। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে (৩৫ ঃ ১০)। আবূ জামরা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির খবর শুনে আবূ যর (রা) তাঁর ভাইকে বললেন, আমার জন্য ঐ ব্যক্তির অবস্থাটি অবহিত হয়ে নাও, যিনি ধারণা করেছেন যে, আসমান থেকে তাঁর কাছে খবর আসে। মুজাহিদ (র) বলেছেন, নেক কাজ পবিত্র কথাকে ঊর্ধ্বগামী করে। ذى المعارج -এর ব্যাপারে বলা হয় — ঐ সকল ফেরেশ্‌তা যারা আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

٦٩٢٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ .

وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ يَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ-

৬৯২৪ ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে রাত ও দিনে ফেরেশ্‌তাগণ পালাক্রমে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফজরের নামাযে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে অধিক জ্ঞাত; কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তারা তখন উত্তর দেবে, আমরা ওদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথম গিয়েও আমরা ওদেরকে নামাযে পেয়েছিলাম।

খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবূল করেন। আর পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহ্‌র দিকে কোন কিছু অগ্রগমন করতে পারে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন-পালন ও দেখাশোনা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালনপালন করতে থাক। পরিশেষে তা পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে। ওয়ারকা

banglainternet.com

(র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পবিত্র জিনিস ছাড়া কোন কিছুই গমন করতে পারে না।

٦٩٢٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْبِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

৬৯২৫ আবদুল আলা ইবন হাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুঃখ-যাতনার সময় নবী ﷺ এই বলে দোয়া করতেন ঃ মহান ও ধৈর্যশীল আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আসমানসমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই।

٦٩٢٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ اَوْ اَبِيْ نُعْمٍ شَكَّ قَبِيْصَةُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةٍ. وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِيْ تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِيْ مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِيْ كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ فَقَالُوْا يُعْطِيْهِ صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ اِنَّمَا اَتَاَلَّفُهُمْ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّاْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ ﷺ فَمَنْ يُطِيْعُ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُهُ فَيَاْمَنُنِيْ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَاْمَنُوْنِيْ فَسَاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ-

banglainternet.com

৬৯২৬ কবীসা (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সমীপে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠানো হলে তিনি চারজনকে বন্টন করে দেন। ইসহাক ইবন নাসর (র)..... আবূ সাঈদ

খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠিয়েছিলেন। নবী ﷺ বনূ মুজাশি গোত্রের আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইব্‌ন হিসন ইব্‌ন বদ্‌র ফাযারী, আলকামা ইব্‌ন উলাছা আমিরী ও বনূ কিলাবের একজন এবং বনূ নাবহান গোত্রের যায়িদ আল খায়ল তাঈর মধ্যে তা বন্টন করে দেন। এই কারণে কুরাইশ ও আনসারীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, নবী ﷺ নাজদবাসী সরদারদেরকে দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে বিমুখ করছেন। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি। তখন কোটরাগত চোখ, উঁচু কপাল, অধিক দাড়ি, উচ্চ চোয়াল ও মুণ্ডানো মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নবী ﷺ বললেন ঃ আমিই যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে তাঁর অনুগত হবে আর কে? আর এজন্যই তিনি আমাকে পৃথিবীর লোকের উপর আমানতদার নির্ধারণ করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। এমন সময় দলের মধ্য থেকে একটা লোক, সম্ভবত তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা), সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য নবী ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। সে লোকটি চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে, তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। মূর্তিপূজারীদেরকে তারা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই, তাহলে আদ জাতির হত্যার মত তাদেরকে হত্যা করব।

٦٩٢٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ اَرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ، قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ-

৬৯২৭ আইয়াশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।" তিনি বলেছেন ঃ সূর্যের নির্দিষ্ট গন্তব্য হল আরশের নিচে।

٣١٢٦ بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ : وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ-

৩১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে

٦٩٢٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَّا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا-

banglainternet.com

৬৯২৮ আমর ইব্‌ন আওন (র)..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অবশ্যই অচিরেই

তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমরা এটি দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব, যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করতে যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর।

٦٩٢٩ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ الْيَرْبُوْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا-

৬৯২৯ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।

٦٩٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ-

৬৯৩০ আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা পূর্ণিমার রাতে নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এই চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না।

٦٩٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ . وَتَبْقَى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا شَافِعُوْهَا . اَوْ مُنَافِقُوْهَا شَكَّ اِبْرَاهِيْمُ فَيَاْتِيْهِمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَاْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاْتِيْهِمُ اللّٰهُ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ . وَيُضْرَبُ

banglainternet.com

الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ . فَاَكُوْنُ اَنَا وَاُمَّتِىْ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَاَيْتُمُ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا اِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِىَ بِعَمَلِهِ وَالْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ اَوِ الْمُجَازَى اَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ يَتَجَلَّى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِمَّنْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ فِى النَّارِ بِاَثَرِ السُّجُوْدِ تَاْكُلُ النَّارُ ابْنَ اٰدَمَ اِلَّا اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ تَحْتَهُ ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا ، فَيَدْعُو اللّٰهَ بِمَا شَاءَ اَنْ يَدْعُوَهُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَنِىْ غَيْرَهُ ، فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَاِذَا اَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ ، وَرَاٰهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ قَدِّمْنِىْ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَنْ لَا تَسْاَلَنِىْ غَيْرَ الَّذِىْ اُعْطِيْتَ اَبَدًا وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ ، فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ ، يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يَقُوْلَ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ ، وَيُعْطِىْ مَا شَاءَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّمُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَاِذَا قَامَ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَاٰى مَا فِيْهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُوْرِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَنْ لَا تَسْاَلَ غَيْرَ مَا اُعْطِيْتَكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ ، فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ لَا اَكُوْنَنَّ اَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَضْحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاِذَا ضَحِكَ

banglainternet.com

اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللّٰهُ لَهُ تَمَنَّهْ فَسَالَ رَبَّهُ وَتَمَنّٰى حَتّٰى اِنَّ اللّٰهَ لَيُذَكِّرُهُ وَيَقُوْلُ وَكَذَا وَكَذَا حَتّٰى انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا حَتّٰى اِذَا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّٰهَ قَالَ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ اِلاَّ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيُّ اَشْهَدُ اَنِّيْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذٰلِكَ الرَّجُلُ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ-

৬৯৩১ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আবার বললেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা অনুরূপ আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ লোকদেরকে সমবেত করে বলবেন, যে যার ইবাদত করছিলে সে যেন তার অনুসরণ করে। তারপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা চাঁদের অনুসরণ করবে। আর যারা তাগুতদের পূজা করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মত। এদের মধ্যে এদের সুপারিশকারীরাও থাকবে অথবা রাবী বলেছেন, মুনাফিকরাও থাকবে। এখানে বর্ণনাকারী ইবরাহীম (র) সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তাদের কাছে এসে বলবেন ঃ আমিই তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের রব আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের রব যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তারপর আল্লাহ্ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন, যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হাঁ, আপনিই আমাদের রব। তারপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর দোযখের উপর পুল কায়েম করা হবে। যারা পুল অতিক্রম করবে, আমি এবং আমার উম্মত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব। সেদিন একমাত্র রাসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলগণেরও আবেদন হবে শুধু আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম (আয় আল্লাহ্! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন)। এবং জাহান্নামে সাদান-এর কাঁটার মত আঁকড়া থাকবে। তোমরা দেখেছ কি সাদান-এর কাঁটা? সাহাবাগণ বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জাহান্নামের যে কাঁটাগুলো এ সাদান-এর কাঁটার মত। হ্যাঁ, তবে সেগুলো যে কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। ওসব কাঁটা মানুষকে তাদের কর্ম অনুপাতে বিদ্ধ করবে। কতিপয় মানুষ থাকবে ঈমানদার, তারা তাদের আমলের কারণে নিরাপদ থাকবে। আর কেউ কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংস হবে। কাউকে নিক্ষেপ করা হবে, আর কাউকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কিংবা

banglainternet.com

অনুরূপ কিছু রাবী বলেছেন। তারপর (মহান আল্লাহ্) প্রকাশমান হবেন। তিনি বান্দাদের বিচারকার্য সমাপন করে যখন আপন রহমতে কিছু সংখ্যক দোযখবাসীকে বের করতে চাইবেন, তখন তিনি তাদের মধ্যকার শিরক-মুক্তদেরকে দোযখ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেবেন। তারাই হচ্ছে ওসব বান্দা যাদের উপর আল্লাহ্ রহমত করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। সিজ্দার চিহ্ন দ্বারা তাদের ফেরেশ্তাগণ চিনতে পারবেন। সিজদার চিহ্নগুলো ছাড়া সেসব আদম সন্তানের সারা দেহ জাহান্নামের আগুন ভস্মীভূত করে দেবে। সিজদার চিহ্নসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া আল্লাহ্ জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে আগুনে বিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর ঢালা হবে সঞ্জীবনীর পানি। এর ফলে নিম্নদেশ থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠবে, প্লাবনে ভাসমান বীজ মাটি থেকে যেভাবে গজিয়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপন করবেন। এদের মধ্য থেকে একজন অবশিষ্ট রয়ে যাবে, যে জাহান্নামের দিকে মুখ করে থাকবে। জাহান্নামীদের মধ্যে এই হচ্ছে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমার চেহারাটা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, জাহান্নামের (দুর্গন্ধময়) হাওয়া আমাকে অস্থির করে তুলছে এবং এর শিখা আমাকে জ্বালাচ্ছে। তখন সে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার প্রার্থনীয় জিনিস যদি তোমাকে প্রদান করা হয়, তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? তখন সে বলবে, না, তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি, তা ছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। তখন সে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। ফলে আল্লাহ্ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে এবং জান্নাতকে দেখবে, সে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী যতক্ষণ চুপ থাকার চুপ থেকে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দাও। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, তুমি কি বহু প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুই তুমি কখনো চাইবে না। সর্বনাশ তোমার, হে আদম সন্তান! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, আচ্ছা, এটি যদি তোমাকে দেওয়া হয়, আর কিছু তো চাইবে না? সে বলবে, তোমার ইয্যতের কসম! সেটি ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দেবে আর আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে দাঁড়াবে, তখন তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে এর মধ্যকার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। তখন সে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী নীরব থেকে, পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুর প্রার্থনা করবে না? সর্বনাশ তোমার! হে বনী আদম! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমার সৃষ্টিরাজির মধ্যে নিকৃষ্টতর হতে চাই না। তখন সে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ এতে হেসে দেবেন। আল্লাহ্ তার অবস্থার প্রেক্ষিতে হেসে তাকে নির্দেশ দেবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করে বলবেন, এবার তুমি চাও। সে তখন রবের কাছে যাচ্ঞা করবে এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। পরিশেষে আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা, ওটা চাও। এতে তার আরযূ-আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে ওগুলো দেয়া হল, সাথে সাথে সে পরিমাণ আরো দেয়া হল।

banglainternet.com

আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) যখন হাদীসটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই বর্ণিত হাদীসের কোথাও প্রতিবাদ করলেন না। বর্ণনার শেষাংশে এসে আবূ হুরায়রা (রা) যখন বর্ণনা করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আরো তার সমপরিমাণ তার সাথে দেওয়া হল" তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) প্রতিবাদ করে বললেন, হে আবূ হুরায়রা (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো বলেছেন ঃ তার সাথে আরো দশগুণ। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সংরক্ষণ করেছি এভাবে—ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আর এর সাথে আরো এক গুণ দেওয়া হলো। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে এভাবে সংরক্ষণ করেছি — ও সবই তোমাকে দেওয়া হলো, এর সাথে তোমাকে দেওয়া হলো আরো দশ গুণ। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি।

٦٩٣٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ اِذَا كَانَتْ ضَحْوًا ؟ قُلْنَا لاَ ، قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهَا، ثُمَّ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ اِلٰى مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ اَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ ، وَاَصْحَابُ الْاَوْثَانِ مَعَ اَوْثَانِهِمْ ، وَاَصْحَابُ كُلِّ اٰلِهَةٍ مَعَ اٰلِهَتِهِمْ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَاَنَّهَا سَرَابٌ ، فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ ؟ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارٰى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْفَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فَيَقُوْلُوْنَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ اَحْوَجُ مِنَّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِىْ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَاِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَاتِيْهِمُ الْجَبَّارُ فِى صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِى رَاَوْهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا وَلاَ يُكَلِّمُهُ اِلاَّ الْاَنْبِيَاءُ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اٰيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا

banglainternet.com

وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ . قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكَةٌ مُفَاطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَةٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَا جَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ مَكْدُوْسٌ فِى نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَمُرَّ اٰخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِى مُنَاشَدَةً فِى الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ ، وَاِذَا رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِى اِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا . فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ ، وَيُحَرِّمُ اللّٰهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ بَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِى النَّارِ اِلَى قَدَمِهِ وَاِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ . فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ . فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ، وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِى فَاقْرَءُوْا : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ، فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِى فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ اَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِى نَهَرٍ بِاَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُوْنَ فِى حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَاَيْتُمُوْهَا اِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَاِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ اِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ كَانَ اَبْيَضَ فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَاَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ-وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهِمُّوْا بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ تَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ

banglainternet.com

هُنَاكُمْ . قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي اَصَابَ اَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي اَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ . وَلٰكِنِ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ . وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهُ . قَالَ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاْتُوْنِيْ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِيْ . فَيَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ . وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَ ، قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِيْ فَاُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ اَيْضًا يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِيْ ، ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ . وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ ، قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِيْ ، فَاُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِيْ ، ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِيْ ، فَاُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِي النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ ، قَالَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ : عَسٰى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا ، قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِيْ وَعَدَهُ نَبِيُّكُمْ -

banglainternet.com

৬৯৩২ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীরা। নেক্‌কার ও গুনাহ্‌গার সবাই। এবং আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র উযায়র (আ)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্‌র কোন স্ত্রীও নেই এবং নেই তাঁর কোন সন্তান। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীগণ। তাদের নেক্‌কার ও গুনাহ্‌গার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য। নবী ﷺ বলেন ঃ এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন — আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজ্‌দায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজ্‌দা করেছিল। তবে তারা সিজ্‌দার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজ্‌দা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর। সাহাবীগণ আরয করলেন, সে পুলটি কি ধরনের হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন ঃ দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্‌দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো, কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো।

banglainternet.com

তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোন রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের

ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশি কঠোর নও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহ্‌র এ বাণীটি পড় ঃ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ ঃ ৪০)। তারপর নবী ﷺ, ফেরেশতা ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশ্‌তের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় বীজ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেয়া হবে ঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরো সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন কুদরতের হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের নিমিত্ত আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই, নবী ﷺ বলেন ঃ এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ (আ)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার

banglainternet.com

ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের সুহৃদ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী ﷺ বলেন ঃ অতঃপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তব-পরিপন্থী ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ সবাই তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তারা সবাই তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের ভুল তিনি মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদার পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, মুহাম্মদ, মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে

banglainternet.com

জান্নাতে প্রবেশ করাব। পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আনাস (রা) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহর বাণী) ঃ আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ ঃ ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এটিই।

٦٩٣٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِى قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ اصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنِّىْ عَلَى الْحَوْضِ-

৬৯৩৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাদ ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের কাছে (লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মুলাকাত পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। আমি হাওযের (কাউসারের) কাছেই থাকব।

٦٩٣٤ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ- قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَاَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ قَيَّامُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقَيُّوْمُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ، وَقَرَاَ عُمَرُ الْقَيَّامُ ، وَكِلاَهُمَا مَدْحٌ-

৬৯৩৪ সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্! সব প্রশংসা একমাত্র আপনারই, আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর আপনিই। আপনি হক, আপনার বাণী হক, আপনার ওয়াদা হক, আপনার সাক্ষাৎ হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক এবং কিয়ামত হক। ইয়া আল্লাহ্! আপনারই উদ্দেশ্যে আমি

banglainternet.com

ইসলাম কবূল করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তাই আপনি আমার পূর্বের ও পরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত তা সবই মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। বর্ণনাকারী তাউস (র) থেকে কায়স ইবন সাদ (র) এবং আবূ যুবায়র (র) قيم -এর স্থলে قيام বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন قيوم সবকিছুর পরিচালককে বলা হয়ে থাকে। উমর (রা) قيام পড়েছেন। মূলত শব্দ উভয়টিই প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

٦٩٣٥ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ

৬৯৩৫ ইউসুফ ইবন মূসা (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক আলাপ করবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝখানে কোন দোভাষী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পর্দাও থাকবে না।

٦٩٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ

৬৯৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সব কিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনে তাদের ও তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মধ্যে তাঁর চেহারার গর্বের চাদর ছাড়া আর কোন কিছু অন্তরায় থাকবে না।

٦٩٣٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الْآيَةَ

banglainternet.com

৬৯৩৭ হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর

বাণীর সমর্থনে আল্লাহ্‌র কিতাবের আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না..... (৩ ঃ ৭৭)।

٦٩٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ-

৬৯৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিন প্রকারের মানুষ, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। যে ব্যক্তি তার দ্রব্যের উপর এই মিথ্যা কসম করে যে, একে এখন যে মূল্যে দেওয়া হলো এর চেয়ে অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাচ্ছিল। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে। (৩) এক ব্যক্তি সে, যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ আমি আমার মেহেরবানী থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব, যেমনি তুমি যা তোমার হাতের অর্জিত নয় তা থেকে বিমুখ করতে।

٦٩٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةَ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ

banglainternet.com

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ-

৬৯৩৯ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনকার অবস্থায় যামানা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বারটি মাসে এক বছর হয়। তন্মধ্যে চারটি মাস (বিশেষভাবে) মর্যাদাসম্পন্ন। যুলকাদা, যুলহাজ্জা ও মুহাররম — এই তিনটা মাস একাধারে এসে থাকে। আর মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এই নামটি পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটি কি যুলহাজ্জা নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ, এটি যুলহাজ্জার মাস। তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন ঃ আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়ত শহরটির নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রেখে দেবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি সেই (পবিত্র) শহরটি নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের এই দিনটি কোন্ দিন? আমরা উত্তর করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন, যার দরুন আমরা ভাবলাম, তিনি সম্ভবত এর নামটা পাল্টিয়েই দেবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। নবী ﷺ তখন বললেন ঃ তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বলেছেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আবূ বাকরা (রা) 'তোমাদের ইয্যত' কথাটিও বর্ণনা করেছিলেন, অর্থাৎ ওসব এ পবিত্র দিনে, এ পবিত্র শহরে, এ পবিত্র মাসটির ন্যায় পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। এবং অতিশীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান, আমার ওফাতের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে একে অপরকে হত্যা করো না। সাবধান! উপস্থিতগণ অনুপস্থিত লোকদের কাছে (কথাগুলো) পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা, হয়ত যার কাছে (রেওয়াত) পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে, যারা (রেওয়াত) প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হবে। মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী ﷺ সত্যিই বলেছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন ঃ আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি? আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি?

٣١٢٧ بَابُ مَاجَاءَ فِي قَوْلِ اللّٰهِ. إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

৩১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী (৭ ঃ ৫৬)

٦٩٤٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا . فَأَرْسَلَ أَنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطٰى، وَكُلٌّ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى . فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ . فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ . فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ

banglainternet.com

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ . فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّةٌ . فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي . فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ-

৬৯৪০ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ -এর জনৈকা কন্যার এক ছেলের জীবনসায়াহ্নে তাঁর কন্যা নবী ﷺ -কে যাওয়ার জন্য (অনুরোধ করে) একজন লোক পাঠালেন। উত্তরে নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ যা নিয়ে নেন এবং যা দান করেন সবই তাঁরই জন্য। আর প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা করে। তারপর নবী-তনয়া নবী ﷺ -কে পুনরায় যাওয়ার জন্য কসম দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী উসামা ইবন যায়িদ (রা) বলেন, আমি, মুআয ইবন জাবাল, উবায় ইবন কাব, উবাদা ইবন সামিতও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালাম। আমরা যখন সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম তখন তারা বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দিলেন। অথচ তখন বাচ্চার বুকের মধ্যে এক অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা নবী ﷺ তখন বলেছিলেন ঃ এ তো যেন মশকের মত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁদলেন। তা দেখে সাদ ইবন উবাদা (রা) বললেন, আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

٦٩٤١ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا . فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مَالَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ . وَقَالَتِ النَّارُ . فَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ . وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا . قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيْهَا فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيْهَا فَتَمْتَلِئُ . وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ-

৬৯৪১ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাদ ইবন ইবরাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করল। জান্নাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারটি কি হলো যে তাতে শুধু নিঃস্ব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রবেশ করবে। এদিকে জাহান্নামও অভিযোগ করল অর্থাৎ আপনি শুধুমাত্র অহংকারীদেরকেই আমাতে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ্ জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। আমি যাকে চাইব, তোমাকে দিয়ে শাস্তি পৌঁছাব। তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করবেন না। তিনি জাহান্নামের জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন সৃষ্টি পয়দা করবেন। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহান্নামে আরো

banglainternet.com

নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিনবার বলবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জাহান্নামের একটি অংশ আরেকটি অংশকে এই উত্তর করবে – যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

٦٩٤٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ- قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৯৪২ হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কতিপয় কাওম তাদের গুনাহর কারণে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের অগ্নিশিখায় পৌঁছবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ করুণার বদৌলতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করা হবে। হাম্মাম (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٨ بَابُ قَوْلُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا

৩১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয় (৩৫ ঃ ৪১)

٦٩٤٣ حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ، ثُمَّ يَقُوْلُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

৬৯৪৩ মূসা (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আসমানকে এক আঙ্গুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে একটি আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষলতা ও নদীনালাকে আরেকটি আঙ্গুলের ওপর এবং সকল সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর রেখে দেবেন। এবং নিজ হাতে ইশারা দিয়ে বলবেন, সম্রাট একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন এবং বললেন ঃ তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ ঃ ৯১)

٣١٢٩ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلَائِقِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ وَأَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَكَلَامِهِ هُوَ الْخَالِقُ الْمَكَوِّنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيْقِهِ وَتَكْوِيْنِهِ فَهُوَ مَفْعُوْلٌ مَخْلُوْقٌ مُكَوَّنٌ-

banglainternet.com

৩১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে; এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ। অতএব প্রতিপালক তাঁর গুণাবলি, কাজ, নির্দেশ ও কালামসহ তিনি স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী। তিনি অসৃষ্ট। তাঁর কাজ, নির্দেশ ও সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব দানে যা সম্পাদিত হয়, তাই হলো কর্ম, সৃষ্ট ও অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু

٦٩٤٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا لِاَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَاَ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَى قَوْلِهِ لِاُولِى الْاَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ-

৬৯৪৪ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে ছিলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামায কিরূপ হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা শেষের কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল, তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন ঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে..... বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পর্যন্ত (৩ ঃ ১৯০)। তারপর তিনি উঠে গিয়ে ওযূ ও মিস্ওয়াক করলেন। অতঃপর এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। বিলাল (রা) নামাযের (ফজরের) আযান দিলে তিনি দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে সাহাবাদেরকে ফজরের (দু'রাকাত) নামায পড়িয়ে দিলেন।

٣١٣٠. بَابُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ

৩১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (৩৭ ঃ ১৭১)

٦٩٤٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ -

banglainternet.com

৬৯৪৫ ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়েছে।"

٦٩٤٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَبْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَهٗ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَهٗ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْذَنُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهٗ وَعَمَلَهٗ وَاَجَلَهٗ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ، حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا-

৬৯৪৬ আদম (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিনি 'সত্যবাদী' এবং 'সত্যবাদী বলে স্বীকৃত' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো এরূপ বীর্য থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয়। তারপর অনুরূপ সময়ে আলাক হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এই ফেরেশতাকে চারটি জিনিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। যার ফলে ফেরেশতা তার রিযিক, আমল, আয়ু এবং সৌভাগ্য কিংবা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয়। তারপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। এজন্যই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু অগ্রগামী হয়ে যায় যে, তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার ওপর লিখিত তাকদীর প্রবল হয়ে যায়। তখন সে দোযখীদের আমল করে। পরিশেষে সে দোযখেই প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ দোযখীদের ন্যায় আমল করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাকদীরের লেখনী প্রবল হয়, যদ্দরুন সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে, ফলে জান্নাতেই প্রবেশ করে।

٦٩٤٧ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ هٰذَا كَانَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ -

৬৯৪৭ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল! আপনি আমাদের সাথে যে পরিমাণ সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে অধিক সাক্ষাৎ করতে কিসে বাধা দেয়? এই প্রেক্ষিতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পিছনে আছে এবং যা এ দুয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন..... (৯৯ ঃ ৬৪)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এটি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশ্নের জবাব।

banglainternet.com

٦٩٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْاَلُوْهُ فَسَاَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى الْعَسِيْبِ وَاَنَا خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقَالَ : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْاَلُوْهُ-

৬৯৪৮ ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মদীনায় একটি কৃষিক্ষেত দিয়ে চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন একটি খেজুরের ডালের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি যখন ইহুদীদের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার কেউ কেউ বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। পরিশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুরের শাখার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে তিনি বললেন ঃ "তোমাকে ওরা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে" (১৭ ঃ ৮৫)। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, বলেছিলাম তোমাদেরকে তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না।

٦٩٤٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

৬৯৪৯ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়, আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কলেমার বিশ্বাসই যদি তাকে বের করে থাকে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নয়তো যে স্থান থেকে সে বের হয়েছিল সাওয়াব কিংবা গনীমতসহ তাকে সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।

٦٩٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَاَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

banglainternet.com

৬৯৫০ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, কেউ লড়াই করছে মর্যাদার জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, কেউ লোক দেখানোর জন্য। এদের কার লড়াইটা আল্লাহ্‌র পথে হচ্ছে? নবী ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে বুলন্দ রাখার জন্য লড়াই করছে, সেটাই আল্লাহ্‌র পথে।

٣١٣١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : اِنَّمَا اَمْرُنَا لِشَيْءٍ

৩১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমার বাণী কোন বিষয়ে..... (২৭ ঃ ৪০)

٦٩٥١ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِيْ قَوْمٌ ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى يَاْتِيَهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ -

৬৯৫১ শিহাব ইবন আব্বাদ (র)..... মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র হুকুম আসা পর্যন্ত অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে সর্বদাই জয়ী থাকবে।

٦٩٥٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَزَالُ مِنْ اُمَّتِيْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يَزْعَمُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ-

৬৯৫২ হুমায়দী (র)..... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে একটি দল সব সময় আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে চাইবে কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা এদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে। মালিক ইবন ইয়ুখামির (র) বলেন, আমি মুআয (রা)কে বলতে শুনেছি, তাঁরা হবে সিরিয়ার অধিবাসী। মুআবিয়া (রা) বলেন, মালিক ইবন ইয়ুখামির (রা) বলেন, তিনি মুআয (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁরা হবে সিরিয়ার।

٦٩٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى مُسَيْلِمَةَ فِيْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَاَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ اَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ-

banglainternet.com

৬৯৫৩ আবুল ইয়ামান (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একদা মুসায়লামার কাছে একটু অবস্থান করলেন। তখন সে তার সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে ছিল। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি যদি আমার কাছে এ টুকরাটিও চাও, তা হলে আমি তোমাকে তাও তো দিচ্ছি না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তুমি অতিক্রম করতেও পারবে না। আর যদি তুমি ফিরে যাও, তা হলে আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।

٦٩٥٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ حَرْثِ اَوْ خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلٰى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْاَلُوْهُ اَنْ يَجِيْءَ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْاَلَنَّهُ . فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ . فَقَالَ وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا قَالَ الْاَعْمَشُ هٰكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

৬৯৫৪ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় এক কৃষিক্ষেত কিংবা অনাবাদী জায়গা দিয়ে চলছিলাম। নবী ﷺ নিজের সাথে রক্ষিত একটা খেজুরের শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর আমরা একদল ইহুদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তাদের একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার তাদের কেউ কেউ বলল — তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না। হয়তো তিনি এমন জিনিস উপস্থাপন করে দেবেন, যা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় লাগবে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে উঠল, আমরা অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তারপর তাদেরই একজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুল কাসিম! রূহ্ কি? এতে নবী ﷺ নীরব রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, এরপর তিনি (নিম্নোক্ত আয়াত) পড়লেন ঃ "তোমাকে ওরা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে" (১৭ ঃ ৮৫)। আমাশ বললেন, আয়াতে وما اوتوا আমাদের কিরাআতে এমনই বিদ্যমান আছে।

٣١٣٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَقَوْلِهِ ، وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَقَوْلِهِ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اِلٰى قَوْلِهِ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ سَخَّرَ ذَلَّلَ

banglainternet.com

৩১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় .....শেষ পর্যন্ত (১৮ ঃ ১০৯)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৩১ ঃ ২৭)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন..... মহিমময় প্রতিপালক আল্লাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালক। (৭ ঃ ৫৪) سخر অর্থ ذلل অধীন করা।

٦٩٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهٖ لَا يُخْرِجُهٗ مِنْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهٖ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهٖ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ-

৬৯৫৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং তাঁর কলেমার প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তার ঘর থেকে বের করেনি, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ যামিন হয়ে যান। হয়তো বা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নতুবা সে যে সাওয়াব ও গনীমাত হাসিল করেছে, তা সহ তিনি তাকে তার আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তিত করবেন।

٣١١٨ بَابٌ فِى الْمَشِيْئَةِ وَالْاِرَادَةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ، اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ، قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ طَالِبٍ ، يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

৩১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও চাওয়া। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (৭৬ ঃ ৩০)। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর (৩ ঃ ২৬)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবেনা, 'আমি তা আগামী কাল করব, আল্লাহ্ ইচ্ছ করলে', এ কথা না বলে (১৮ঃ ২৩-২৪)। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ যাকে চান তাকে সৎপথে আনয়ন করেন। (২৮ ঃ ৫৬)। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) তাঁর পিতা মুসাইয়্যাব থেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াত আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না (২ ঃ ১৮৫)

banglainternet.com

٦٩٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ فَاعْزِمُوْا فِي بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ-

৬৯৫৬ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, তখন দোয়ায় দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ থাকবে। তোমাদের কেউই এমন কথা কখনো বলা চাই না যে, (হে আল্লাহ্!) তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দান কর। কেননা, আল্লাহ্‌কে বাধ্যকারী এমন কেউ নেই।

٦٩٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ أَلَا تُصَلُّوْنَ . قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا-

৬৯৫৭ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ও রাসূল-তনয়া ফাতিমার কাছে রাতে এসেছেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা নামায আদায় করছ না? আলী বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জীবন অবশ্যই আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওঠাতে চান জাগিয়ে ওঠান। আমি এ কথা বলার পর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে চললেন। আর আমার কথার কোন উত্তর করলেন না। যাওয়ার সময় তাঁকে উরুর ওপর হাত মেরে বলতে শুনেছি, মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বড্ড ঝগড়াটে।

٦٩٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيْءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ تُكَفِّئُهَا فَإِذَا سَكَنَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ . وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ إِذَا شَاءَ-

৬৯৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানদার শস্যক্ষেতের নরম ডগার মত। জোরে বাতাস এলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে। যখন বাতাস থেমে যায়, তখন আবার স্থির হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দ্বারা এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা

banglainternet.com

হয়। আর কাফেরের উদাহরণ দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। যদ্দরুন আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন।

٦٩٥٩ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ اُعْطِيَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ اُعْطِيَ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ، ثُمَّ اُعْطِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَقَلُّ عَمَلًا وَاَكْثَرُ اَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ اَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِي اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ-

৬৯৫৯ আল হাকাম ইব্ন নাফি' (র)..... আবদুল্লাহ্ উব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আগের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকাল আসরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের ধারকগণকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল, তবে দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়ল। এ জন্য তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হলো। অতঃপর ইনজীলের ধারকগণকে ইনজীল প্রদান করা হলো, তারা তদনুযায়ী আমল করল আসরের নামায পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ায় তাদেরকে দেওয়া হলো এক এক কীরাত করে। (সর্বশেষে) তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হলো। ফলে এই কুরআন অনুযায়ী তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। এ জন্য তোমাদেরকে দুই কিরাত দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। তাওরাতের ধারকগণ বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাতো আমলে সর্বাপেক্ষা কম আবার পারিশ্রমিকে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ্ তখন বললেন ঃ তোমাদের পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, সেটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি।

٦٩٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي رَهْطٍ قَالَ اُبَايِعُكُمْ عَلَى اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْنِي فِي مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُوْرٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ-

banglainternet.com

৬৯৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের বায়'আত এ শর্তে কবূল করছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানকে কেন্দ্র করে কোন ভিত্তিহীন জিনিস গড়বে না, কোন ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের থেকে যারা ওসব যথাযথ পুরা করবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। আর যারা ওসব নিষিদ্ধ জিনিসের কোনটায় লিপ্ত হয়ে গেলে তাকে যদি সে কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়, তা হলে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা এবং পবিত্রতা। আর যাদের দোষ আল্লাহ্ ঢেকে রাখেন সেটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।

٦٩٦١ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ كَانَ لَهُ سِتُّوْنَ اِمْرَاَةً فَقَالَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِى فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ اِمْرَاَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ اِلَّا امْرَاَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ-قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৬৯৬১ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সুলায়মানের ষাটজন স্ত্রী ছিল। একদা সুলায়মান (আ) বললেন, আজ রাতে আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে এক একজন সন্তান প্রসব করবে, যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। অতএব সুলায়মান (রা) তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের থেকে একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সেও প্রসব করলো একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। নবী ﷺ বললেন ঃ যদি সুলায়মান (আ) ইনশা আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে যেতো এবং প্রসব করতো এমন সন্তান যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করত।

٦٩٦٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى اَعْرَابِىٍّ يَعُوْدُهُ . فَقَالَ لَا بَاْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ طَهُوْرٌ بَلْ هِىَ حُمَّى تَفُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ . قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا-

৬৯৬২ মুহাম্মদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বেদুঈনের কাছে প্রবেশ করলেন তার রোগের খোঁজখবর নিতে। তিনি বললেন ঃ আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা আল্লাহ্ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। বেদুঈন বলল সুস্থতা? না, বরং এটি এমন জ্বর যা একজন প্রবীণ বুড়োকে সিদ্ধ করছে, ফলে তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, তাহলে সেরূপই।

banglainternet.com

٦٩٦٣ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ حِيْنَ نَامُوْا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِيْنَ شَاءَ فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُا اِلَى اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى-

৬৯৬৩ ইব্ন সালাম (র)..... আবূ কাতাদা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁরা নামায থেকে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রূহকে নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন এবং ওযূ করলেন। এতে সূর্য উদিত হয়ে শ্বেতবর্ণ হয়ে গেল। নবী ﷺ উঠলেন, নামায আদায় করলেন।

٦٩٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَالْاَعْرَجِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ . فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ . فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ . فَلَطَمَ الْيَهُوْدِىَّ ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِى كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِى عَلَى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلاَ اَدْرِى اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِى اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ-

৬৯৬৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ ও ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরস্পর গালমন্দ করল। মুসলিম ব্যক্তিটি বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মুহাম্মদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। এরপর ইহুদীটিও বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। এরপরই মুসলিম লোকটি হাত উঠিয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করল। এই প্রেক্ষিতে ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটেছে তা জানাল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, সব মানুষ (শিংগায় ফুৎকারে) বেহুঁশ হয়ে যাবে, তখন সর্বপ্রথম আমি হুঁশ ফিরে পাব। পেয়েই দেখব, মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে আছেন। অতএব আমি জানি না, তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়ে গেলেন, নাকি তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ বেহুঁশ হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন।

banglainternet.com

٦٩٦٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِي عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةُ يَاْتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُوْنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

৬৯৬৫ ইসহাক ইব্‌ন আবূ ঈসা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জাল মদীনার উদ্দেশ্যে আসবে, তবে সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারারত দেখতে পাবে। সুতরাং দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনার কাছেও আসতে পারবে না ইনশা আল্লাহ্।

٦٩٦٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَاُرِيْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَخْتَبِئَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৯৬৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দো'য়া রয়েছে। আমার সে দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা করছি ইনশা আল্লাহ্।

٦٩٦٧ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ ابْنِ جَمِيْلٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِي عَلٰى قَلِيْبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَنْزِعَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ-

৬৯৬৭ ইয়াসারা ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন জামীল লাখমী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে একটি কূপের কাছে দেখতে পেলাম। তারপর আমি সে কূপ থেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী পানি ওঠালাম। তারপর আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বাকর) তা (হাতে) নিলেন এবং তিনি এক বা দুই বালতি উঠালেন। তার ওঠানোর মধ্যে একটু দুর্বলতা ছিল। তাকে আল্লাহ্ মাফ করুন। তারপর উমর তা (হাতে) নিলেন। তখন তা বিরাট একটি বালতিতে রূপান্তরিত হল। আমি লোকের মধ্যে কোন মহাবীরকেও তার মত পানি তুলতে আর দেখিনি। এমনকি লোকেরা কূপটির পার্শ্বে উটশালা তৈরী করে নিল।

٦٩٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسٰى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ ، وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ بِمَا شَاءَ-

banglainternet.com

৬৯৬৮ মুহাম্মদ ইবন আলা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোন ভিক্ষুক কিংবা অভাবী লোক এলে তিনি সাহাবাদের বলতেন, তোমরা তার জন্য সুপারিশ কর, এর প্রতিদান পাবে। আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাই প্রকাশ করে থাকেন, যা তিনি চান।

٦٩٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِى اِنْ شِئْتَ . اُرْزُقْنِى اِنْ شِئْتَ . وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ-

৬৯৬৯ ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এভাবে দোয়া করো না, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও, যদি তুমি চাও। আমার প্রতি রহম কর, যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিক দাও, যদি তুমি চাও। বরঞ্চ দোয়া প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

٦٩٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِىُّ فِى صَاحِبِ مُوْسٰى اَهُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّىْ تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِى هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِى سَاَلَ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُوْلُ بَيْنَا مُوْسٰى فِى مَلاَءٍ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لاَ . فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ . فَسَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ . فَكَانَ مُوْسٰى يَتْبَعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ . فَقَالَ فَتٰى مُوْسٰى لِمُوْسٰى اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ . قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ-

৬৯৭০ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবন কায়স ইবন হিসন ফাযারী (রা) মূসা (আ)-এর সঙ্গীটি সম্পর্কে এ ব্যাপারে দ্বিমত করছিলেন যে, তিনি কি খাযির ছিলেন? এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে উবায় ইবন কা'ব আনসারী (রা) যাচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, আমি এবং আমার এ বন্ধু মূসা (আ)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। মূসা

banglainternet.com

(আ) যার সাথে সাক্ষাতের পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একদল লোকের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, মূসা! আপনি কি জানেন, আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন? মূসা (আ) বললেন, না। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ওহী অবতীর্ণ হল যে, হ্যাঁ আছেন, আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের পথ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সেজন্য একটি মাছকে নিদর্শন স্বরূপ ঠিক করলেন এবং তাকে বলা হল, মাছটিকে যখন হারিয়ে ফেলবে, তখন সেদিকে ফিরে যাবে, তবে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। এরই প্রেক্ষিতে মূসা (আ) সাগরে মাছের চিহ্ন ধরে তালাশ করতে থাকলে মূসার সঙ্গী যুবকটি মূসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ ঃ ৬৩)। মূসা (আ) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দু'জনেই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো (১৮ ঃ ৬৫)। তাদের এই দু'জনের ঘটনা যা ঘটলো, আল্লাহ তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

٦٩٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يُرِيْدُ الْمُحَصَّبَ-

৬৯৭১ আবুল ইয়ামান ও আহমাদ ইবন সালিহ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন ঃ আমরা আগামী দিন বনী কিনানা গোত্রের উপত্যকায় অবস্থান করব ইনশা আল্লাহ, যে স্থানে কাফেরগণ কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ নিয়েছিল। তিনি মুহাস্সাবকে উদ্দেশ্য করছিলেন।

٦٩٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ اَنَا قَافِلُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ نَقْفُلُ وَلَمْ تُفْتَحْ قَالَ فَاغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَاَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَكَاَنَّ ذٰلِكَ اَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৬৯৭২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তায়েফবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। তবে তা বিজয় করতে পারলেন না। এইজন্য তিনি বললেন ঃ আমরা ইনশা আল্লাহ ফিরে যাব। মুসলিমগণ বলে উঠল, "আমরা কি ফিরে যাবো? অথচ বিজয় হলো না"। নবী ﷺ বললেন ঃ আগামীকাল ভোরে যুদ্ধ কর। পরদিন তারা যুদ্ধ করল। বহু লোক আহত হল। নবী ﷺ পুনরায় বললেন ঃ আমরা ইনশা আল্লাহ আগামী কাল ভোরে ফিরে যাব। এবারের উক্তিটি যেন মুসলিমগণের কাছে খুবই আনন্দের মনে হল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন।

banglainternet.com

٣١٣٤ بَابُ قَوْلِهِ : وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وَقَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوْقٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ اَهْلُ السَّمٰوَاتِ شَيْئًا فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوْا اَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ اَنَا الْمَالِكُ اَنَا الدَّيَّانُ-

৩১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন। তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ মহান (৪৩ ঃ ২৩)। আর এখানে এ কথা বলা হয়নি, তোমাদের প্রতিপালক কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (২ ঃ ২৫৫)। বর্ণনাকারী মাসরুক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ওহীর দ্বারা বলেন, তখন আসমানের অধিবাসিগণ কিছু শুনতে পায়। তাদের অন্তর থেকে যখন ভয় দূর করে দেয়া হয়। আর ধ্বনি স্তিমিত হয়ে যায়। তখন তারা উপলব্ধি করে যে, যা ঘটেছে তা অবশ্যই একটা বাস্তব সত্য। তারা পরস্পরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তারা বলে 'হক' বলেছেন জাবির (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, আল্লাহ্ সমস্ত বান্দাকে হাশরে একত্রিত করে এমন আওয়াযে ডাকবেন যে, নিকটবর্তীদের মত দূরবর্তীরাও শুনতে পাবে। আল্লাহ্র ভাষ্য থাকবে আমিই মহা সম্রাট, আমিই প্রতিদানকারী

٦٩٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَاَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٌ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ ، فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ- قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا -قَالَ قَالَ عَلِيٌّ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّ اِنْسَانًا رَوٰى عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اَنَّهُ قَرَاَ فُزِّعَ قَالَ سُفْيَانُ هٰكَذَا قَرَاَ عَمْرٌو فَلاَ اَدْرِي سَمِعَهُ هٰكَذَا اَمْ لاَ قَالَ سُفْيَانُ وَهِيَ قِرَاءَتُنَا-

banglainternet.com

৬৯৭৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন, ফেরেশ্তাগণ তাঁর হুকুমের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে স্বীয় পাখাসমূহ হেলাতে থাকেন। তাদের পাখা হেলানোর ধ্বনিটা যেন পাথরের উপর শিকলের ঝনঝনির ধ্বনি। বর্ণনাকারী আলী (র) এবং সাফওয়ান ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ যে হুকুম তাদের প্রতি জারি করেন। এরপর ফেরেশ্তাদের হৃদয় থেকে যখন ভীতি দূরীভূত করা হয় তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম জারি করেছেন? তাঁরা বলেন, তিনি বলেছেন, হক। তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। বর্ণনাকারী আলী..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ فزع পড়েছেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র) বলেছেন যে, আমর (র)-ও এভাবেই পড়েছেন। তিনি বলছেন, আমার জানা নেই যে, বর্ণনাকারী এরূপ শুনেছেন কি না? তবে আমাদের কিরাআত এরূপই।

٦٩٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ-

৬৯৭৪ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন এক নবী থেকে (মধুময় স্বরে) যেভাবে কুরআন শ্রবণ করেছেন, সেভাবে আর কিছুই তিনি শোনেননি। আবূ হুরায়রা (রা)-এর এক সাথী বলেছে, يتغنى بالقرآن-এর অর্থ আবূ হুরায়রা (রা) উচ্চরবে কুরআন পড়া বোঝাতেন।

٦٩٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللّٰهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ-

৬৯৭৫ উমর ইবন হাফস্ ইবন গিয়াস (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

٦٩٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ-

banglainternet.com

৬৯৭৬ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার ব্যাপারে আমি এতটুকু ঈর্ষা বোধ করিনি, যতটুকু খাদিজা (রা)-এর ব্যাপারে করেছি। আর তা এ জন্য যে, নবী ﷺ-এর প্রতিপালক তাঁকে হুকুম দিয়েছেন যে, খাদিজা (রা)-কে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ পৌছিয়ে দিন।

٣١٣٥ بَابُ كَلاَمِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيْلَ وَنِدَاءِ اللّٰهِ الْمَلاَئِكَةَ . وَقَالَ مَعْمَرٌ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ اَىْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ اَنْتَ اَىْ تَاْخُذُهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ

৩১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ জিব্‌রাঈলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশ্‌তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আহবান। মা'মার (র) বলেন, انك لتلقى القران -এর অর্থ হচ্ছে, তোমার উপর কুরআন নাযিল করা হয়। تلقاه انت -এর অর্থ তুমি কুরআন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যেমন বলা হয়েছে — فتلقى ادم من ربه كلمات আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কয়েকটি বাণী গ্রহণ করলেন

٦٩٧٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِى السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى اَهْلِ الْاَرْضِ-

৬৯৭৭ ইসহাক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্‌রাঈলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্‌রাঈল (আ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবূল করা হয়।

٦٩٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ . ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ . فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ-

banglainternet.com

৬৯৭৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে ফেরেশ্‌তাগণ আসেন, একদল রাতে এবং একদল দিনে। তাঁরা আবার একত্রিত হন আসরের

নামাযে ও ফজরের নামাযে। তারপর তোমাদের মাঝে যাঁরা রাতে ছিলেন তাঁরা ঊর্ধ্ব জগতে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সবচাইতে বেশি জানেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি হালে রেখে এসেছ? তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযরত অবস্থায়ই ছিল।

٦٩٧٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَ وَاِنْ زَنَى ، قَالَ وَاِنْ سَرَقَ وَزَنَى-

৬৯৭৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছে জিব্‌রাঈল (আ) এসে এ সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করে যদি কেউ মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, চুরি ও যিনা করলেও কি? নবী ﷺ বললেন ঃ চুরি ও যিনা করলেও।

٣١٣٦ بَابُ قَوْلُهُ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْاَرْضِ السَّابِعَةِ

৩১৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তা তিনি জেনেশুনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশ্‌তারা এর সাক্ষী (৪ ঃ ১৬৬)। মুজাহিদ (র) বলেছেন, 'ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ' (৬৫ ঃ ১২) (এর অর্থ) সপ্তম আকাশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যখানে

٦٩٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلاَنُ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ ، فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ فِى لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ اَجْرًا-

৬৯৮০ মুসাদ্দাদ (র)..... বারআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা বলেছেনঃ হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করতে যাবে তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজকে তোমারই কাছে সমর্পণ করছি। আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরাচ্ছি! আমার কর্ম তোমার কাছে সোপর্দ করছি। আমার নির্ভরশীলতা তোমারই প্রতি আশা ও ভয় উভয় অবস্থায়। তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় ও মুক্তির জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ। অনন্তর এ রাত্রিতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে ফিত্‌রাতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি (জীবিতাবস্থায়) তোমার ভোর হয়, তুমি কল্যাণের অধিকারী হবে।

banglainternet.com

٦٩٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ ، اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمْ -زَادَ الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ -

৬৯৮১ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহযাব দিবসে বলেছেন ঃ কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ্ তুমি দলসমূহকে পরাভূত কর এবং তাদেরকে কম্পিত কর। অতিরিক্ত এক বর্ণনায় হুমায়দী (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি.....।

٦٩٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ اُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتّٰى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعْهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا، اَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتّٰى يَاْخُذُوْا عَنْكَ الْقُرْاٰنَ-

৬৯৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ তুমি নামাযে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না..... (১৭ ঃ ১১০)। এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় লুক্কায়িত ছিলেন। সুতরাং যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিকরা শুনে গালমন্দ করত কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বললেন ঃ (হে নবী) তুমি নামাযে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিকরা শুনতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনতে না পায়। এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে মত পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।

٣١٢٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ ، لَقَوْلٌ فَصْلٌ حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللَّعِبِ

৩১২২ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায় (৪৮ ঃ ১৫) لقول فصل অর্থাৎ চিরসত্য। وما هو بالهزل -এর অর্থ কুরআন খেল-তামাশার বস্তু নয়।

٦٩٨٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ : يُؤْذِيْنِى ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ-

banglainternet.com

৬৯৮৩ হুমায়দী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমাকে আদম সন্তান কষ্ট দিয়ে থাকে। কারণ তারা কালকে গালি দেয়। পক্ষান্তরে আমিই দাহর বা কাল। কেননা আমার হাতেই সব বিষয়। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।

٦٩٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ : اَلصَّوْمُ لِى وَاَنَا اَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَاَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ اَجْلِى وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ-

৬৯৮৪ আবূ নুআঈম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, রোযা আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে। আর রোযা হচ্ছে, ঢাল। রোযা পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে, আর এক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। আল্লাহর কাছে রোযা পালনকারী মুখের গন্ধ মিস্‌কের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

٦٩٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِى فِى ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ ، وَلٰكِنْ لَا غِنَى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ-

৬৯৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ একদা আইউব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন ঃ হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

٦٩٨٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِى فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِى فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ-

৬৯৮৬ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। এবং বলেন, আমার কাছে যে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, তাকে আমি মাফ করে দেব।

banglainternet.com

٦٩٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا الزِّنَادِ اَنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ-

৬৯৮৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারী, তবে কিয়ামতের দিন আমরাই থাকব অগ্রগামী। হাদীসটির এ সনদে আরো আছে যে, আল্লাহ্ বলেন, তুমি খরচ কর, তা হলে আমিও তোমার ওপর খরচ করব।

٦٩٨٨ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ اَتَتْكَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ طَعَامٌ اَوْ اِنَاءٍ اَوْ شَرَابٌ فَاَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ-

৬৯৮৮ যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে বললেন, এই তো খাদিজা আপনার জন্য একটি পাত্র ভর্তি খাবার করে নিয়ে এসেছেন। বর্ণনাকারী সন্দেহে বলেছেন, অথবা পাত্র নিয়ে এসেছেন, যাতে পানীয় রয়েছে। আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম বলুন। আর তাঁকে এমন একটি (প্রশস্ত অভ্যন্তর শূন্য) মোতির তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে শোরগোল বা ক্লেশ থাকবে না।

٦٩٨٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ-

৬৯৮৯ মুআয ইব্ন আসাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।

٦٩٩٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ

banglainternet.com

خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰهِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ-

৬৯৯০ মাহমূদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন তখন এ দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই আসমান ও যমীনের নূর। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীনের একমাত্র পরিচালক। তোমারই সব প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে বিদ্যমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি মহাসত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য আনুগত্য (ইসলাম) স্বীকার করি। তোমারই প্রতি ঈমান আনি। তোমারই ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তোমারই দিকে রুজু করি। তোমারই উদ্দেশ্যে বিতর্ক করি। তোমার কাছেই আমি ফায়সালা চাই। সুতরাং আমার আগের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তুমিই আমার একমাত্র মাবূদ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।

٦٩٩١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللّٰهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلٰى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِي بِأَمْرٍ يُتْلٰى وَلٰكِنِّي كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللّٰهُ بِهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ-

৬৯৯১ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলার তা বলল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকে হাদীসটির কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহ্ আমার পবিত্রতার সপক্ষে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। তবে আমি আশা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন, যদ্দারা আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। অথচ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা অপবাদ রটনা করেছে..... থেকে দশটি আয়াত (১০ ঃ ২১)।

banglainternet.com

٦٩٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِذَا اَرَادَ عَبْدِى اَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا ، وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِى فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةٍ-

৬৯৯২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহ্র কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ্ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিহার করে, তাহলে তার পক্ষে একটি নেকী লেখো। এবং যদি বান্দা কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। তারপর যদি তা সম্পাদন করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত লেখো।

٦٩٩٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ فَقَالَ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذٰلِكِ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ-

৬৯৯৩ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তো সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ্ সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি থাম। 'আত্মীয়তার বন্ধন' তখন বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে পানাহ্ প্রার্থনার স্থল এটিই। এতে আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, তুমি এতে রাযী নও কি? যে ব্যক্তি তোমার সাথে সৎভাব রাখবে আমিও তার সাথে সৎভাব রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব। সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে প্রতিপালক! আল্লাহ্ বললেন ঃ তা-ই তোমার জন্য। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) তিলাওয়াত করলেনঃ فهل عسيتم ان توليتم الاية - ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

banglainternet.com

٦٩٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مُطِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى كَافِرٌ بِى وَمُؤْمِنٌ بِى-

৬৯৯৪ মুসাদ্দাদ (র)..... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময় একবার বৃষ্টি হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ বলছেন, (এই বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে) আমার বান্দাদের কিছু সংখ্যক আমার সাথে কুফরী করছে, আর কিছু সংখ্যক ঈমান এনেছে।

٦٩٩٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ : وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ-

৬৯৯৫ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

٦٩٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي-

৬৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ আমার বিষয়ে আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ ব্যবহার করে থাকি।

٦٩٩٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ وَاذْرُوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ . فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ . وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ . ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ-

৬৯৯৭ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল আমল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাওয়ার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ্ সাগরকে হুকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কেন এরূপ করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

banglainternet.com

٦٩٩٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبْتُ فَاغْفِرْهُ . فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ . ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا اَوْ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اَوْ اَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَابَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَصَبْتُ اَوْ قَالَ اَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلاَثًا-

৬৯৯৮ আহ্‌মাদ ইবন ইসহাক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ্ করল। বর্ণনাকারী اصاب ذنبا না বলে কখনো اذنب ذنبا বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ্ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী اذنبت -এর স্থলে কখনো اصبت বলেছেন।। তাই আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তার প্রতিপালক বললেনঃ আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহ্‌তে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহ اصاب ذنبا কিংবা اذنب ذنبا বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ্ করে বসেছি। এখানে اصبت কিংবা اذنبت বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ তুমি ক্ষমা করে দাও। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দার গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছি এরপর সে বান্দা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহ্‌তে লিপ্ত হয়ে গেল। এখানে اصاب ذنبا কিংবা اذنب ذنبا বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। এখানে اصبت কিংবা اذنبت বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ তিনবার বললেন।

٦٩٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيْمَنْ سَلَفَ اَوْ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِيْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا . فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ اَيَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرَ اَبٍ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ اَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَاِنْ يَقْدِرِ اللّٰهُ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا اِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِيْ حَتّٰى اِذَا

banglainternet.com

صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِى اَوْ قَالَ فَاسْحَكُوْنِى فَاِذَا كَانَ يَوْمُ رِيْحٍ عَاصِفٍ فَاذْرُوْنِى فِيْهَا قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ وَرَبِّىْ فَفَعَلُوْا ثُمَّ اَذْرَوْهُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُنْ فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللّٰهُ اَىْ عَبْدِى مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ اَنْ رَحِمَهُ . وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فِيْهِ اَذْرُوْنِى فِى الْبَحْرِ اَوْ كَمَا حَدَّثَ-

৬৯৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ অতীত যুগের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিলেন তাদের এক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল তখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম পিতা। তখন সে বলল, সে যে আল্লাহ্‌র কাছে কোন প্রকার নেক আমল রেখে যেতে পারেনি। এখানে لم يبتئر কিংবা لم يبتئز বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ (তার উপর) সমর্থ হলে, অবশ্যই তাকে আযাব দিবেন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর যখন আমি কয়লা হয়ে যাব, তখন ছাই করে ফেলবে। বর্ণনাকারী এখানে فاسحقونى কিংবা فاسحكونى বলেছেন। তারপর যেদিন প্রচণ্ড বাতাসের দিন হবে সেদিন বাতাসে ছড়িয়ে দেবে। নবী ﷺ বললেন ঃ পিতা এ বিষয়ে সন্তানদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করল। আমার প্রতিপালকের কসম! সন্তানরা তাই করল। এক প্রচণ্ড বাতাসের দিনে তাকে ছড়িয়ে দিল। তারপর মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন। তুমি অস্তিত্বে এসে যাও। তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। মহান আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বান্দাহ্! তুমি যা করেছ তা কেন করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ এর বিনিময়ে তাকে মাফ করে দিলেন। রাবী আবার অন্য বর্ণনায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ক্ষমা দ্বারাই এর বিনিময় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীস আবূ উসমানের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি হাদীসটি সালমান (রা) থেকে শুনেছি। তবে তিনি এটুকু সংযোগ করেছেন, البحر فى اذرونى - আমাকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, অথবা যেরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন।

٧٠٠٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِزْ فَسَّرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ-

৭০০০ মূসা (র)..... মুতামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لم يبتئر বর্ণনা করেছেন। খালীফা (র) মুতামির থেকে لم يبتئز বর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র) এ সবের বিশ্লেষণ করেছেন لم يدخر অর্থাৎ 'সঞ্চয় করেনি' দ্বারা।

banglainternet.com

٣١٣٨ بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

৩১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহ্‌র কথাবার্তা

٧٠٠١ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ ثُمَّ اَقُوْلُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدْنٰى شَيْءٍ فَقَالَ اَنَسٌ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৭০০১ ইউসুফ ইবন রাশিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ কর, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের আঙুলগুলো দেখছি।

٧٠٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ اِلَيْهِ يَسْاَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَاِذَا هُوَ فِيْ قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحٰى فَاسْتَاْذَنَّا فَاَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلٰى فِرَاشِهِ . فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْاَلْهُ عَنْ شَيْءٍ اَوَّلَ مِنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰؤُلَاءِ اِخْوَانُكَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوْكَ يَسْاَلُوْنَكَ عَنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَاِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَاِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاْتُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ اَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِيْ الْاٰنَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ . وَسَلْ تُعْطَ . وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ

banglainternet.com

فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا . فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِى اُمَّتِى فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اَوْخَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِى اُمَّتِى فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ اَدْنٰى اَدْنٰى اَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ. فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ اَنَسٍ ، قُلْتُ لِبَعْضِ اَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِى مَنْزِلِ اَبِى خَلِيْفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَاَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ اَخِيْكَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِى الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيْهِ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيْثِ فَانْتَهٰى اِلٰى هٰذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيْهِ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلٰى هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِى وَهُوَ جَمِيْعٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَلَا اَدْرِى اَنَسِىَ اَمْ كَرِهَ اَنْ تَتَّكِلُوْا ، قُلْنَا يَا اَبَا سَعِيْدٍ ، فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا مَا ذَكَرْتُهُ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِى كَمَا حَدَّثَكُمْ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اْئْذَنْ لِى فِيْمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى وَكِبْرِيَائِى وَعَظَمَتِى لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-

৭০০২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... মাবাদ ইব্‌ন হিলাল আল আনাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসরার অধিবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে গেলাম। আমাদের সাথে সাবিত (রা)-কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চাশতের নামায আদায়রত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় বসা অবস্থায় আছেন। অতঃপর আমরা সাবিত (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফাআতের হাদীসটি জিজ্ঞাসার পূর্বে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। তখন সাবিত (রা) বললেন, হে আবূ হামযা! এরা বসরাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। তারপর আনাস (রা) বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

banglainternet.com

পড়বে। তাই তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন ঃ এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র খলীল। তখন তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্‌র রূহ ও বাণী। তারা তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইলহাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজ্‌দায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং সিজ্‌দায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অনু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো। আর সিজ্‌দায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার প্রতিপালক, আমার উম্মত, আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান থাকে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো। আমরা যখন আনাস (রা)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম,তখন আমি আমার সাথীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবূ খলীফার বাড়িতে আত্মগোপনরত হাসান বস্‌রীর কাছে গিয়ে আনস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণন করতাম। এরপর আমরা হাসান বস্‌রীর কাছে এসে তাঁকে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আবূ সাঈদ! আমরা আপনারই ভাই আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছ থেকে আপনার কাছে আসলাম। শাফাআত সম্পর্কে তিনি যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেটি বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালাম। এরপর আমরা শেষস্থলে এসে বর্ণনা শেষ করলাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর বেশি আমাদের কাছে বর্ণনা দেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বলে অবশিষ্টটুকু বর্ণনা করতে অপছন্দ করলেন, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি শক্তি সামর্থ্যে ও স্মরণশক্তিতে মজবুত ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীসটি বর্ণন করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবূ

banglainternet.com

সাঈদ! আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়। আমি তো বর্ণনার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন, তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব এবং সিজ্‌দায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। শাফাআত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফাআত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্তের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।

٧٠٠٣ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ ، وَاٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا ، فَيَقُوْلُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ رَبِّ الْجَنَّةُ مَلاَىٰ فَيَقُوْلُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلاَىٰ فَيَقُوْلُ اِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ-

৭০০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ পরিত্রাণ লাভকারী ব্যক্তিটি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ! আল্লাহ্ এভাবে তাকে তিনবার বলবেন। প্রত্যেকবারই সে উত্তর দেবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তোমার জন্য রয়েছে এ পৃথিবীর ন্যায় দশ গুণ।

٧٠٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يُرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

banglainternet.com

৭০০৪ আলী ইব্‌ন হুজর (রা).....আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্বর বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর

কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো অতীত আমল ছাড়া আর কিছু সে দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নামের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও। বর্ণনাকারী আমাশ (র) ..... খায়সামা (র) থেকে অনুরূপই বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি -وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "যদি পবিত্র কালেমার বিনিময়েও হয়" কথাটুকু সংযোগ করেছেন।

٧٠٠٥ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَالِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضْحَكُ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

৭০০৫ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, ভূমণ্ডলকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদামাটি এক আঙ্গুলে এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে উঠিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ্, আমিই একমাত্র বাদশাহ্। আমি তখন নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তার উক্তির সত্যতার প্রতি বিস্মিত হয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অতঃপর নবী ﷺ কুরআনের বাণী পড়লেন ঃ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ ঃ ৯১)। وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ ...عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- "কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর করায়ত্ত, পবিত্র ও মহান তিনি এরা যাকে শরীক করে, তিনি তার ঊর্ধ্বে। (৩৯ ঃ ৬৭).

٧٠٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوٰى قَالَ يَدْنُوْ اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ اَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنِّيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ- وَقَالَ اٰدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

banglainternet.com

৭০০৬ মুসাদ্দাদ (র)..... সাফওয়ান ইবন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার গোপন আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আপনি কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তার প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি তাঁর ওপর রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ আবারো জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ ? সে তখনো বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব কাজ গোপন রেখেছিলাম। আমি আজকেও তোমার জন্য তা মাফ করে দিলাম। আদম (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

٣١٣٩ بَابُ قَوْلِهِ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

৩১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ এবং মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন (৪ ঃ ১৬৪)

٧٠٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ اَخْرَجَتْ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسَى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ تَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى-

৭০০৭ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আদম ও মূসা (আ) বিতর্কে রত হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি সেই আদম, যিনি আপন সন্তানদের জান্নাত হতে বের করে দিলেন। আদম (আ) বললেন, আপনি হচ্ছেন সেই মূসা, যাকে আল্লাহ্ রিসালত দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং যার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিলেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন, আমাকে পয়দা করারও আগে যেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে। তাই আদম (আ) মূসা (আ)-র ওপর বিজয়ী হন।

٧٠٠٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ ، وَاَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا ، فَيَقُوْلُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ

banglainternet.com

৭০০৮ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সমবেত করা হবে। তখন তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের প্রতিপালকের

কাছে সুপারিশ নিয়ে যেতাম তাহলে তিনি আমাদের এই স্থানটি হতে স্বস্তি দান করতেন। তখন তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে আবেদন জানাবে, আপনি মানবকুলের পিতা আদম। মহান আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপন কুদরতের হাতে। এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাদের দিয়ে আপনাকে সিজ্‌দা করিয়েছেন। আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের স্বস্তি দেন। তখন আদম (আ) তাদের লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তারপর তিনি তাদের কাছে নিজের সে ভুলের কথা উল্লেখ করবেন, যেটিতে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন।

٧٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحَى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً اُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذٰلِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى احْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلاَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيْلُ فَشَقَّ جِبْرِيْلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ اِلٰى لَبَّتِهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتّٰى اَنْقٰى جَوْفَهُ ثُمَّ اُتِىَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيْهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا اِيْمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيْدَهُ يَعْنِى عُرُوْقَ حَلْقِهِ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ اَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيْلُ ، قَالُوْا وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مَعِىَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوْا فَمَرْحَبًا بِهِ وَاَهْلاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ اَهْلُ السَّمَاءِ لاَ يَعْلَمُ اَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِهِ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اٰدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ اٰدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً بِابْنِىْ نِعْمَ الْاِبْنُ اَنْتَ فَاِذَا هُوَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ ، فَقَالَ مَا هٰذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضٰى بِهِ فِى السَّمَاءِ فَاِذَا هُوَ بِنَهَرٍ اٰخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَاِذَا هُوَ مِسْكٌ اَذْفَرُ قَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ قَدَّ خَبَّاَ لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْاُوْلٰى مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ ، قَالُوْا وَمَنْ مَعَكَ

banglainternet.com

؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالُوْا وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالُوْا مَرْحَبًا بِهِ وَاَهْلاً . ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْاُوْلَى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ . ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فِيْهَا اَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَاَوْعَيْتُ مِنْهُمْ اِدْرِيْسَ فِى الثَّانِيَةِ وَهَارُوْنَ فِى الرَّابِعَةِ وَاٰخَرَ فِى الْخَامِسَةِ لَمْ اَحْفَظِ اسْمَهُ وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّادِسَةِ وَمُوْسٰى فِى السَّابِعَةِ بِتَفْضِيْلِ كَلَامِ اللّٰهِ فَقَالَ مُوْسٰى رَبِّ لَمْ اَظُنَّ اَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ اَحَدٌ ثُمَّ عَلَابِهِ فَوْقَ ذٰلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللّٰهُ حَتّٰى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِيْمَا يُوْحِى اللّٰهُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً عَلٰى اُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتّٰى بَلَغَ مُوْسٰى فَاحْتَبَسَهُ مُوْسٰى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ اِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ اِلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى جِبْرِيْلَ كَاَنَّهُ يَسْتَشِيْرُهُ فِىْ ذٰلِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ جِبْرِيْلُ اَنْ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ اِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَاِنَّ اُمَّتِىْ لَا تَسْتَطِيْعُ هٰذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُوْسٰى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوْسٰى اِلٰى رَبِّهِ حَتّٰى صَارَتْ اِلٰى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوْسٰى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَوْمِى عَلٰى اَدْنٰى مِنْ هٰذَا فَضَعُفُوْا فَتَرَكُوْهُ فَاُمَّتُكَ اَضْعَفُ اَجْسَادًا وَقُلُوْبًا وَاَبْدَانًا وَاَبْصَارًا وَاَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذٰلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى جِبْرِيْلَ لِيُشِيْرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ اُمَّتِىْ ضُعَفَاءُ اَجْسَادُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ وَاَسْمَاعُهُمْ وَاَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِى اُمِّ الْكِتَابِ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا فَهِىَ خَمْسُوْنَ فِى اُمِّ الْكِتَابِ وَهِىَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ اِلٰى مُوْسٰى كَيْفَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا اَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا قَالَ مُوْسٰى قَدْ وَاللّٰهِ رَاوَدْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَتَرَكُوْهُ ارْجِعْ اِلٰى

banglainternet.com

رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُوْسٰى قَدْ وَاللّٰهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ مِمَّا اخْتَلَفَ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ-

৭০০৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক রাতে কা'বার মসজিদ থেকে সফর করানো হয়। বিবরণটি হচ্ছে, নবী ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে ওহী প্রেরণের পূর্বে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশ্তার একটা জামাআত আসল। অথচ তখন তিনি মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। এদের প্রথমজন বলল, তিনি কে? মধ্যের জন বলল, তিনি এদের উত্তম ব্যক্তি। সর্বশেষ জন বলল,তা হলে তাদের উত্তম ব্যক্তিকেই নিয়ে চল। সে রাতটির ঘটনা এটুকুই। এ জন্য তিনি আর তাদেরকে দেখেননি। অবশেষে তারা অন্য এক রাতে আগমন করলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ অন্য নবীগণেরও (আ) চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তারা তাঁর সাথে কোন কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের কাছে রাখলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁর সাথীদের থেকে নবী ﷺ -এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁর গলার নিচ হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং তাঁর বক্ষ ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধৌত করেন। সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন করলেন, তারপর সোনার একটি তশ্তরী আনা হয়। এবং তাতে ছিল একটি সোনার পাত্র যা পরিপূর্ণ ছিল ঈমান ও হিক্মতে। তাঁর বক্ষ ও গলার রগগুলি এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে স্থাপন করে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে আরোহণ করলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসিগণ তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিব্রাঈল। তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন)। তাঁর শুভাগমনে আসমানবাসীরা খুবই আনন্দিত। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যমীনে কি যে করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম (আ)-কে পেলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দিন। নবী ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন। আদম (আ) তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। এবং বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র। তুমি আমার কতইনা উত্তম পুত্র। নবী ﷺ দু'টি প্রবহমান নহর দুনিয়ার আসমানে অবলোকন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ নহর দু'টি কোন নহর হে জিব্রাঈল! জিব্রাঈল (আ) বললেন, এ দু'টি হলো নীল ও ফুরাতের মূল। এরপর জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নহর অবলোকন করলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবারজাদের তৈরি একটি প্রাসাদ। নবী ﷺ নহরে হাত মারলেন। তা ছিল অতি উন্নতমানের মিস্ক। তিনি বললেন, হে জিবরাঈল! এটি কি? জিব্রাঈল (আ) বললেন, হাউযে কাউসার। যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -কে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গমন করলেন। প্রথম আসমানে অবস্থানরত ফেরেশ্তাগণ তাঁকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বলেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিব্রাঈল! তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা বললেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা

banglainternet.com

বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান। তারপর নবী ﷺ-কে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গমন করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানে অবস্থানরত ফেরেশ্‌তারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশ্‌তাগণও তাই বললেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গমন করলেন। তাঁরাও তাঁকে পূর্বের ন্যায়ই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তাঁরাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গমন করলেন। সেখানেও ফেরেশ্‌তারা পূর্বের মতই বললেন। সর্বশেষে তিনি নবী ﷺ-কে নিয়ে সপ্তম আসমানে গমন করলে সেখানেও ফেরেশ্‌তারা তাঁকে পূর্বের ফেরেশ্‌তাদের মতো বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নবীগণ রয়েছেন। নবী ﷺ তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি সংরক্ষিত করেছি যে, দ্বিতীয় আসমানে ইদ্‌রীস (আ), চতুর্থ আসমানে হারুন (আ), পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবী, যার নাম আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইব্‌রাহীম (আ) এবং আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের মর্যাদার কারণে মূসা (আ) আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি তো ধারণা করিনি আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবী ﷺ-কে এত উর্ধ্বে আরোহণ করান হলো, যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই জানে না। অবশেষে তিনি 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহায়' আগমন করলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা ওহীযোগে পাঠানো হলো। তারপর নবী ﷺ অবতরণ করেন। আর মূসার কাছে পৌঁছলে মূসা (আ) তাঁকে আটকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দিলেন? নবী ﷺ বললেন, রাত ও দিনে পঞ্চাশ বার নামায আদায়ের। তখন মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত তা আদায়ে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি ফিরে যান, তাহলে আপনার প্রতিপালক আপনার এবং আপনার উম্মতের থেকে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন নবী ﷺ জিব্‌রাঈলের দিকে এমনভাবে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি এ বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, হ্যাঁ। আপনি চাইলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবী ﷺ -কে নিয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র কাছে গেলেন। তারপর নবী ﷺ যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত এটি আদায়ে সক্ষম হবে না। তখন আল্লাহ্‌ দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে নামালেন। এভাবেই মূসা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের কাছে পাঠাতে থাকলেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা (আ) তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি আমার বনী ইসরাঈল কাওমের কাছে এর চেয়েও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তদুপরি তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত দৈহিক, মানসিক, শারীরিক দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণক্ষমতা সব দিকে আরো দুর্বল। সুতরাং আপনি আবার যান এবং আপনার প্রতিপালক থেকে নির্দেশটি আরো সহজ করে আনুন। প্রতিবারই নবী ﷺ পরামর্শের জন্য জিব্‌রাঈলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিব্‌রাঈল তাঁকে নিয়ে গমন করলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ নিতান্তই দুর্বল। তাই নির্দেশটি আমাদের থেকে আরো সহজ করে দিন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ বললেনঃ মুহাম্মদ! নবী ﷺ বললেন, আমি আপনার দরবারে হাযির, বারবার হাযির। আল্লাহ্‌ বললেন, আমার বাণীর কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদের উপর যা ফরয করেছি তা 'উম্মুল কিতাব' তথা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি

banglainternet.com

নেক আমলের দশটি নেকী রয়েছে। উম্মুল কিতাবে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিপিবদ্ধ আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এরপর নবী ﷺ মূসার কাছে প্রত্যাবর্তন করলে মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তখন মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এর চাইতেও সামান্য জিনিসের প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার প্রতিপালকের কাছে আপনি আবার ফিরে যান, যেন তিনি আরো একটু কমিয়ে দেন। এবার নবী ﷺ বললেন, হে মূসা, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে বারবার গিয়েছি। আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সাথে মতান্তর করছি। এরপর মূসা (আ) বললেন, অবতরণ করতে পারেন আল্লাহ্র নামে। এ সময় নবী ﷺ জাগ্রত হয়ে দেখলেন, তিনি মসজিদে হারামে আছেন।

٣١٤٠ بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৩১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ

٧٠١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا-

৭০১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির, আপনার কাছে হাযির হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবেন, হে প্রতিপালক! এর চাইতে উত্তম বস্তু কোন্‌টি? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নির্ধারিত করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

٧٠١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى

banglainternet.com

وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ فَاَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيْرُهُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجِدُ هٰذَا اِلاَّ قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ فَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৭০১১ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন তাঁর সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী ﷺ বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্বর ব্যবস্থা করা হবে। এবং বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্তূপীকৃত করা হবে। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে আদম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই! এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন।

٣١٤١ بَابُ ذِكْرُ اللّٰهِ بِالْاَمْرِ وَذِكْرُ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالْاِبْلاَغِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً اِلٰى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، غُمَّةٌ غَمٌّ وَضِيْقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ اَقْضُوْا اِلَىَّ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ يُقَالُ اَفْرِقْ فَاقْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ اِنْسَانٌ يَاْتِيْهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ اٰمِنٌ حَتّٰى يَاْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ وَحَتّٰى يَبْلُغَ مَاْمَنَهُ حَيْثُ جَاءَ النَّبَا الْعَظِيْمُ الْقُرْاٰنُ صَوَابًا حَقًّا فِى الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ

৩১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করা। এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তাদেরকে নূহ্-এর বৃত্তান্ত শোনাও, সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ, তা-সহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (১০ ঃ ৭১-৭২)

banglainternet.com

غُمَّةٌ-এর অর্থ পেরেশানী, সঙ্কট। মুজাহিদ (র) বলেন, اقضوا الى -এর ভাবার্থ হচ্ছে— তোমাদের মনে যা কিছু আছে। আরবীতে বলা হয়, افرق فاقض — তুমি স্পষ্ট করে বল, তবে আমি ফায়সালা দেব। মুজাহিদ (র) বলেন— وان احد من المشركين استجارك -এর ভাবার্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর অথবা কুরআনের বাণী শুনতে চাইলে সে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছা পর্যন্ত নিরাপত্তা ও আশ্রয়প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত। النبا العظيم-এর অর্থ আল-কুরআন, صوابا-এর অর্থ দুনিয়ায় হক (কথা) বলেছে এবং এতে (নেক) আমল করেছে।

٣١٤٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ : وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، وَقَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَذٰلِكَ اِيْمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ وَاكْتِسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ اِلاَّ بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ ، لِيَسْاَلَ الصّٰدِقِيْنَ الْمُبَلِّغِيْنَ الْمُؤَدِّيْنَ مِنَ الرُّسُلِ وَاِنَّا لَهُ حَافِظُوْنَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ بِالْقُرْاٰنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَا الَّذِي اَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيْهِ—

৩১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করো না (২ ঃ ২২)। এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক (২ ঃ ৯)। এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ইলাহ্কে ডাকে না (২৫ ঃ ৬৮)। তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে। তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (৩৯ ঃ ৬৫, ৬৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরিমা (র) বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক করে (১২ ঃ ১০৬)। যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ্! এটিই তাদের বিশ্বাস। অথচ তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছে। বান্দার কর্ম ও অর্জন সবই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন। وخلق كل شيء فقدره تقديرا - তিনি সমস্ত কিছু পরিমিত সৃষ্টি করেছেন যথাযথ অনুপাতে (২৫ ঃ ২)।

banglainternet.com

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ফেরেশ্তাগণকে প্রেরণ করি না হক ব্যতীত ..... (১৫ ঃ ৮)। এখানে 'হক' শব্দের অর্থ রিসালাত ও আযাব। সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য (৩৩ ঃ ৮)। এখানে صادقين শব্দের অর্থ মানুষের কাছে যেসব রাসূল আল্লাহ্র বাণী পৌছান। এবং

আমিই এর সংরক্ষক (১৫ ঃ ৯)। আমাদের কাছে রয়েছে এর সংরক্ষণকারিগণ। والذى جاء بالصدق — যারা সত্য এনেছে (৩৯ ঃ ৩৩)। এখানে صدق - এর অর্থ কুরআন, صدق به -এর অর্থ ঈমানদার। কিয়ামতের দিন ঈমানদার বলবে, আপনি আমাকে যা দিয়েছিলেন, আমি সে অনুযায়ী আমল করেছি

٧٠١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ . قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ . قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ-

৭০১২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ্ কোনটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই বড় গুনাহ্। এরপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে খাবে এই আশংকায় তাকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।

٣١٤٣ بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ

৩১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না (৪১ ঃ ২২)

٧٠١٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ اَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِىٌّ كَثِيْرٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ ؟ قَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا . وَلَا يَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ الْاٰيَةَ

৭০১৩ হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বায়তুল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হলো দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন সাকাফী। তাদের পেট চর্বিতে পরিপূর্ণ ছিলো বটে; তবে তাদের হৃদয়ে নিতান্তই স্বল্প অনুধাবন ক্ষমতা ছিল। এরপর তাদের একজন বলে উঠল, তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমরা যা বলছি আল্লাহ্ কি সবই শুনতে পান? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ শোনেন, যদি আমরা উচ্চস্বরে বলি। আর যদি চুপে চুপে বলি, তবে তা আর শোনেন না। তৃতীয় জন বলল,

banglainternet.com

যদি তিনি উচ্চস্বরে বললে শোনেন, তা হলে অনুচ্চস্বরে বললেও শুনবেন। এরই প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ঃ তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪১ ঃ ২২)

٣١٤٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ وَقَوْلِ اللّٰهِ : لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ، وَأَنَّ حَدَثَهُ لاَ يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، لِقَوْلِهِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ-

৩১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত (৫৫ ঃ ২৯)। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে (২৬ ঃ ৫)। হয়ত আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দেবেন (৬৫ ঃ ১)। তিনি যদি কিছু বলেন, সৃষ্টির কথার মত হয় না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন (৪২ ঃ ১১)। ইব্ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা নতুন কিছু আদেশের ইচ্ছা করলে তা করেন। তন্মধ্যে নতুন নির্দেশের মধ্যে এটিও যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলো না।

٧٠١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللّٰهِ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ-

৭০১৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহ্লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাব সম্পর্কে কিভাবে প্রশ্ন করে থাক? অথচ তোমাদের কাছে মহান আল্লাহ্র কিতাব বিদ্যমান রয়েছে — যা অপরাপর আসমানী কিতাবের তুলনায় আল্লাহ্র কাছে বেশি প্রিয়, যা তোমরা (অহরহ) পাঠ করছ, যা পুরো খাঁটি, যেখানে কোন প্রকারের ভেজালের লেশ নেই।

٧٠١٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللّٰهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكُتُبَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِذٰلِكَ ثَمَنًا قَلِيلاً أَوَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ-

banglainternet.com

৭০১৫ আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! তোমরা কি করে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের সে কিতাব যেটি

আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সময়োপযোগী। যা সনাতন ও নির্ভেজাল। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবসমূহকে রদবদল করেছে এবং স্বহস্তে লিখে দাবি করছে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর দ্বারা তারা তুচ্ছ সুবিধা লুটতে চাচ্ছে। তোমাদের কাছে যে ইল্‌ম বিদ্যমান রয়েছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা দিচ্ছে না? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের কাউকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসা করতে আমি দেখি না।

٣١٤٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ اَنَا مَعَ عَبْدِى ذَكَرَنِى وَتَحَرَّكَتْ بِى شَفَتَاهُ

৩১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না (৭৫ ঃ ১৬)। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী ﷺ এমনটি করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট দু'টো নাড়াচাড়া করে

٧٠١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعَهُ لَكَ فِى صَدْرِكَ ثُمَّ نَقْرَؤُهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَاَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَاَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا اَقْرَاَهُ-

৭০১৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "কুরআনের কারণে আপনার জিহবা নাড়াচাড়া করবেন না", এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলে নবী ﷺ খুবই কষ্টসাধ্য অবস্থার সম্মুখীন হতেন, যে কারণে তিনি ঠোঁট দুটি নাড়াচাড়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য ঠোঁট দু'টি সেভাবে নাড়ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নেড়েছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী সাঈদ (র) বললেন, আমিও ঠোঁট দু'টি তেমনি নেড়ে দেখাচ্ছি, যেমনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) নেড়ে আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়লেন। নবী ﷺ -এর এ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন ঃ তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না, এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই (৭৫ ঃ ১৬, ১৭)।

banglainternet.com

তিনি বলেন, جمعه -এর অর্থ আপনার বক্ষে তা এভাবে সংরক্ষিত করা, যেন পরে তা পড়তে সক্ষম হন। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর (৭৫ ঃ ১৮)। এর অর্থ হচ্ছে আপনি তা শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন। এরপর আপনি কুরআন পাঠ করবেন সে দায়িত্ব আমাদের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) যখন আসতেন, তিনি তখন একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করতেন। জিব্‌রাইল (আ) চলে গেলে তিনি ঠিক তেমনিভাবে পাঠ করতেন, যেমনি তাঁকে পাঠ করিয়েছেন।

٣١٤٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ :وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهِ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ، يَتَخَافَتُوْنَ يَتَسَارُّوْنَ

৩১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী (৬৭ ঃ ১৩)। (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ ঃ ১৪)। يَتَخَافَتُوْنَ يَتَسَارُّوْنَ -এর অর্থ (চুপে চুপে পড়ে)

٧٠١٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلَّى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ اَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً-

৭০১৭ উমর ইব্‌ন যুরারা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নামাযে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না... (১৭ ঃ ১১০)—এ প্রসঙ্গে বলেন, এ নির্দেশ যখন নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় গোপনে অবস্থান করতেন। অথচ তিনি যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন, কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন। মুশরিক্‌রা এ কুরআন শুনলে কুরআন, কুরআন-এর অবতীর্ণকারী এবং বাহক সবাইকে গালমন্দ করত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে বলে দিলেন, ولا تجهر بصلاتك - আপনার নামাযকে এমন উচ্চস্বরে করবেন না অর্থাৎ আপনার কিরাআতকে। তাহলে মুশরিক্‌রা শুনতে পেয়ে কুরআন সম্পর্কে গালমন্দ করবে। আর এ কুরআন আপনার সাহাবীদের কাছে এত ক্ষীণ রবেও পড়বেন না, যাতে আপনার কিরাআত তারা শুনতে না পায়। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন।

٧٠١٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا فِى الدُّعَاءِ-

banglainternet.com

৭০১৮ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি "আপনি আপনার নামাযকে উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং ক্ষীণও করবেন না" দোয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٧٠١٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ-

৭০১৯ ইসহাক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভাল আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের নয়। আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়া অন্যরা يجهر به 'উচ্চস্বরে কুরআন পড়ে না' কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

٣١٤٧ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَا اللّٰهُ اَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ اٰيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

৩১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন। সে রাতদিন তা পাঠ করছে। আরেক ব্যক্তি বলে, এ ব্যক্তিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি তা দেওয়া হতো, আমিও সেরূপ করতাম যেরূপ সে করছে। এই প্রক্ষিতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিটির কুরআনের সাথে কায়েম থাকার অর্থ তার কুরআন তিলাওয়াত করা। এবং তিনি বললেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (৩০ ঃ ২২) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন, وافعلوا الخير لعلكم تفلحون — সৎকর্ম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২২ ঃ ৭৭)

٧٠٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحَاسُدَ اِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَاٰنَاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِى حَقِّهِ فَيَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ-

৭০২০ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ্ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্র তা তিলাওয়াত করে। অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যেরূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করেছে।

banglainternet.com

٧٠٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا لَمْ اَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيْثِهِ –

৭০২১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... সালিম তার পিতা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র দু'টি বিষয়েই ঈর্ষা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে। আমি সুফয়ান (র)-কে একাধিকবার শুনেছি কিন্তু তাকে الخمر উল্লেখ করতে শুনিনি। অর্থাৎ এটি তার বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর অন্যতম।

٣١٤٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللّٰهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيْمُ ، وَقَالَ : لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ، وَقَالَ : اُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّىْ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ : اِذَا اَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ اِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ اَحَدٌ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ بَيَانٌ وَدِلاَلَةٌ كَقَوْلِهِ : ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ هٰذَا حُكْمُ اللّٰهِ لاَرَيْبَ فِيْهِ لاَ شَكَّ تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ يَعْنِى هٰذِهِ اَعْلاَمُ الْقُرْاٰنِ وَمِثْلُهُ : حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يَعْنِى بِكُمْ ، وَقَالَ اَنَسٌ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا اِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ اَتُؤْمِنُوْنِى اُبَلِّغْ رِسَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ

৩১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর ; যদি না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না (৫ ঃ ৬৭)। যুহ্রী (র) বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হচ্ছে বার্তা প্রেরণ আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দায়িত্ব হলো পৌছানো, আর আমাদের কর্তব্য হলো মেনে নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ রাসূলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য (৭২ ঃ ২৮)। তিনি আরো বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র বার্তাসমূহ পৌছে দিচ্ছি। কাব ইব্ন মালিক (রা) যখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে (তাবূক যুদ্ধে শরীক হওয়া) থেকে পিছনে রয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও (৯ ঃ ১০৫)। আয়েশা (রা) বলেন, কারো ভালো কাজে

banglainternet.com

তোমাকে আনন্দিত করলে বলো, আমল কর, তোমার এ আমল আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল, সমস্ত মু'মিন দেখবেন। আর তোমাকে কেউ যেন বিচলিত করতে না পারে।

মা'মার (র) বলেন, ذلك الكتاب -এর অর্থ এ কুরআন, هدى للمتقين -এর অর্থ বর্ণনা ও পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্‌র এ বাণীর মত ذلكم حكم الله -এর অর্থ এটি আল্লাহ্‌র হুকুম। لاريب فيه -এর অর্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। تلك ايات الله অর্থাৎ এগুলো কুরআনের নিদর্শন। এর উদাহরণ আল্লাহ্‌রই বাণীঃ যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান করো আর চলতে থাকে সেগুলো তাদের নিয়ে। এখানে بهم -এর অর্থ بكم অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর মামা হারমকে তাঁর গোত্রের কাছে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর কি? আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর বার্তা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তাদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন

٧٠٢٢ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمُغِيرَةُ اَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ-

৭০২২ ফাযল ইবন ইয়াকূব (র)..... মুগীরা (রা) বলেন। আমাদের নবী ﷺ আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে আমাদের মধ্য থেকে যাকে হত্যা (শহীদ) করা হবে, সে জান্নাতে চলে যাবে।

٧٠٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا ح وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمٰعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ اِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ : يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْاٰيَةَ-

৭০২৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাকে যে বলবে, নবী ﷺ (ওহীর) কিছু জিনিস গোপন করেছেন। মুহাম্মদ (র) বলেন..... আয়েশা (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে বলে নবী ﷺ ওহীর কোন কিছু গোপন করেছেন, তাকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর (৫ ঃ ৬৭)।

banglainternet.com

٧٠٢٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ

اللّٰهِ ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا-

৭০২৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কাছে কোন্ গুনাহ্টি সব চাইতে বড়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র বিপরীত কাউকে আহবান করা অথচ তিনিই (আল্লাহ্) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ এর পর তোমার সঙ্গে আহার করবে এই ভয়ে (তোমার) সন্তানকে হত্যা করা। সে বলল, এরপর কোন্টি? তিনি বললেনঃ এরপর তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এরই সমর্থনে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ইলাহ্কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে.....(২৫ ঃ ৬৮)।

٣١٤٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ، وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اُعْطِىَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا ، وَاُعْطِىَ اَهْلُ الاِنْجِيْلِ الاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ ، وَاُعْطِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ اَبُوْ رَزِيْنٌ يَتْلُوْنَهُ يَتَّبِعُوْنَهُ وَيَعْمَلُوْنَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يُتْلَى يُقْرَاُ ، حَسَنُ التِّلاَوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْاٰنِ ، لاَ يَمَسُّهُ لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ ، وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ اِلاَّ الْمُوْقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلْاِسْلاَمَ وَالْاِيْمَانَ وَالصَّلٰوةَ عَمَلاً ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِبِلاَلٍ اَخْبِرْنِى بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِى اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ اِلاَّ صَلَّيْتُ وَسُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

৩১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ ঃ ৯৩)। নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারাও সে অনুযায়ী আমল করল। তোমাদেরকে দেওয়া হলো কুরআন, সুতরাং তোমরা এ অনুযায়ী আমল কর।

banglainternet.com

আবূ রাযীন (র) বলেন, يتلونه-এর অর্থ তাঁর নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে অনুসরণ করা। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, يتلى অর্থ يقرا পাঠ করা হয়। حسن التلاوة অর্থ—

কুরআন সুন্দরভাবে পাঠ করা। لا يمسه-এর অর্থ কুরআনের স্বাদ ও উপকারিতা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যতীত না পাওয়া। কুরআনের উপর সঠিক আস্থা স্থাপনকারী ছাড়া কেউই তা যথাযথভাবে বহন করতে সক্ষম হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল এরা তা বহন করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত! যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬২ ঃ ৫)

নবী ﷺ ইসলাম, ঈমান ও নামাযকে আমল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ ইসলামে থাকা অবস্থায় যেটি দ্বারা তুমি মুক্তির বেশি প্রত্যাশী, আমাকে তুমি সে আমলটি সম্পর্কে অবহিত কর। বিলাল (রা) বললেন, আমার মতে মুক্তির বেশি প্রত্যাশা রাখতে পারি যে আমলটি দ্বারা, তা হচ্ছে আমি যখনই ওযু করেছি, তখন নামায আদায় করেছি। নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো-- কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন, এরপর জিহাদ, এরপর কবূল হওয়া হজ্জ

৭٠٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هَؤُلاَءِ أَقَلُّ عَمَلاً مِنَّا وَأَكْثَرُ أَجْرًا . قَالَ اللهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ--

৭০২৫ আবদান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতীত উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকালের উদাহরণ হচ্ছে, আসরের নামায এবং সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু। তাওরাতধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং তারাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এমনিতে আসরের নামায আদায় করা হল। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তাদেরকেও এক কীরাত করে দেওয়া হল। পরিশেষে তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়। তোমরা তদনুযায়ী আমল করেছ। এমনিতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর তোমাদেরকে দেওয়া হল দু'কীরাত করে। ফলে কিতাবীগণ বলল, এরা তো আমাদের তুলনায় কাজ করল কম, অথচ পারিশ্রমিক পেল বেশি। এতে আল্লাহ্ বললেন, তোমাদের হক থেকে তোমাদের কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? এরা বলবে, না। আল্লাহ্ বললেন ঃ এটিই আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে চাই তাকে প্রদান করে থাকি।

banglainternet.com

٣١٥٠. بَابُ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ عَمَلاً ، وَقَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা নামাযে পাঠ করল না, তার নামায আদায় হল না

٧٠٢٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْاَسَدِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৭০২৬ সুলায়মান (র) ও আব্বাদ ইব্ন ইয়াকুব আসাদী (র)..... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ যথাসময়ে নামায আদায় করা, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।

٣١٥١. بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ضَجُوْرًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا

৩১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ (৭০ ঃ ১৯, ২০, ২১)

٧٠٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَالٌ فَاَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَبَلَغَهُ اَنَّهُمْ عَتَبُوْا فَقَالَ اِنِّيْ اُعْطِي الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ الَّذِيْ اَدَعُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الَّذِيْ اُعْطِيْ ، اُعْطِيْ اَقْوَامًا لِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلَى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرٌو مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ-

৭০২৭ আবূ নুমান (র)..... আমর ইব্ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাল এল। এর থেকে তিনি এক দলকে দিলেন আর একটি দলকে দিলেন না। অতঃপর তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, যারা পেলো না তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। এতে তিনি বললেনঃ আমি একজনকে দিয়ে আবার আরেক জনকে দেই না। পক্ষান্তরে যাকে আমি দেই না, সে-ই আমার কাছে তুলনামূলক বেশি প্রিয়। এমন

banglainternet.com

কিছু সম্প্রদায়কে আমি দিয়ে থাকি, যাদের অন্তরে রয়েছে অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব। আর কিছু সম্প্রদায়কে আমি মাল না দিয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ যে স্বচ্ছতা ও কল্যাণ রেখেছেন তার উপর সোপর্দ করি। এদেরই একজন হলেন, আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা)। আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর এই উক্তিটার বিনিময়ে আমি একপাল লাল বর্ণের উটের মালিক হওয়াও পছন্দ করি না।

٣١٥٢ بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

৩১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা

٧٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا قَرَّبَ اِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِيْ مَشْيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً-

৭০২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

٧٠٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا اَوْ بُوْعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ اَبِيْ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ-

৭০২৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এটি একাধিকবার বর্ণনা করেছেন যে, (আল্লাহ্‌ বলেন)ঃ আমার বান্দা যদি আমার কাছে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার কাছে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। বর্ণনাকারী এখানে باعا কিংবা بوعا বলেছেন। মুতামির (র) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٠٣٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ-

banglainternet.com

৭০৩০ আদম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ প্রতিটি আমলের কাফ্ফারা রয়েছে, কিন্তু রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই এর প্রতিদান প্রদান করব। রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মিস্‌কের চাইতেও অধিক সুগন্ধময়।

٧٠٣١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ-

৭০৩১ হাফস ইব্‌ন উমর ও খালীফা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ কোন বান্দার জন্য এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, সে ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চাইতে উত্তম। এখানে ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

٧٠٣٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ بْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ قَالَ آ آ آ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

৭০৩২ আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ সুরায়জ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল আলমুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর উট্‌নীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় সূরা ফাত্‌হ কিংবা সূরা ফাতহের কিছু অংশ পড়তে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তারজীসহ তা পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআবিয়া (র) ইবনুল মুগাফ্ফালের কিরাআত নকল করে পড়ছিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে লোকজন ভিড় জমানোর আশংকা না হত, তবে আমিও তারজী করে ঠিক সেভাবে পাঠ করতাম, যেভাবে ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) নবী ﷺ-এর কিরাআত নকল করে তারজী সহকারে পাঠ করেছিলেন। তারপর আমি মুআবিয়া (রা)-কে বললাম, তাঁর তারজী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আ, আ, আ, তিনবার।

banglainternet.com

٣١٥٢ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَكُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ : فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ-وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانُ بْنُ

حَرْبٍ اَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَاَهُ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى هِرَقْلَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

৩১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ ঃ ৯৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) আমাকে এ খবর দিয়েছেন, হিরাক্লিয়াস তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর পত্রখানা আনার জন্য হুকুম করলেন এবং তা পড়লেন। (তাতে লিপিবদ্ধ ছিল) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম — আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের প্রতি এ পত্র প্রেরিত। তাতে আরও লেখা ছিল ويا اهل الكتاب تعالوا ... بيننا وبينكم الاية (হে কিতাবীগণ এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই)

٧٠٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ الْاٰيَةَ-

৭০৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত হিব্রু ভাষায় পাঠ করত, আর মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করত। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কিতাবধারীদেরকে তোমরা বিশ্বাস করো না আবার তাদেরকে মিথ্যারোপও করো না। বরং তোমরা আল্লাহর এ বাণীটি امنا بالله وما انزل الينا الاية وما انزل اليكم - (আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি) বল।

٧٠٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَاَةٍ مِنَ الْيَهُوْدِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُوْدِ مَا تَصْنَعُوْنَ بِهِمَا ؟ قَالُوْا نُسَخِّمُ وُجُوْهَهُمَا وَنُخْزِيْهِمَا قَالَ فَاْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ، فَجَاؤُا فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ اَعْوَرَ فَقَرَاَ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَاِذَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَلُوْحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ بَيْنَهُمَا الرَّجْمَ ، وَلٰكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، فَرَاَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ-

banglainternet.com

৭০৩৪ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন ইহুদী নারী-পুরুষকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হলো। তারা যিনা করেছিল। এরপর নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা ইহুদীগণ এ যিনাকারী ও যিনাকারিণীদের সাথে কি আচরণ করে থাক? তারা বলল, আমরা এদেরকে (এক পদ্ধতিতে) মুখ কালো ও লাঞ্ছিত করে থাকি। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাওরাত এনে তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তাদেরই খুশিমত এক ব্যক্তিকে ডেকে বলল, হে আওয়ার! তুমি পাঠ কর। সে পাঠ করতে লাগল। পরিশেষে এক স্থানে এসে সে তাতে আপন হাত রেখে দিল। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার হাতটি উঠাও। সে হাত উঠাল। হঠাৎ যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম)-এর আয়াতটি স্পষ্টত দেখা যাচ্ছিল। তিলাওয়াতকারী বলল, হে মুহাম্মদ! এদের (দু'জনের) মধ্যখানে শাস্তি পক্ষান্তরে রজমই, কিন্তু আমরা পরস্পর তা গোপন করছিলাম। নবী ﷺ তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রজমই করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, যিনাকারী পুরুষটিকে মেয়ে লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষার চেষ্টা করতে দেখেছি।

٣١٥٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ-

৩১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত পূত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।

٧٠٣٥ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ -

৭০৩৫ ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ উচ্চস্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি যেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, অন্য কিছুর প্রতি সেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না।

٧٠٣٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهُ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللّٰهَ يُبَرِّئُنِي وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِي بِأَمْرٍ يُتْلَى وَإِنَّمَا اللّٰهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا-

banglainternet.com

৭০৩৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র), আয়েশা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে বলেছেন। তাঁকে যখন অপবাদকারিগণ অপবাদ দিয়েছিল। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, বর্ণনাকারীদের এক একজন সে সম্পর্কে আমার কাছে হাদীসের এক এক অংশের বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এর দরুন আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন জানি, আমি নির্দোষ পবিত্র এবং আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করবেন। আল্লাহ্‌র কসম! কিন্তু আমার মর্যাদা আমার কাছে এরূপ উপযুক্ত ছিল না যে, এ ব্যাপারে ওহীই নাযিল করবেন। যা তিলাওয়াত করা হবে আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা এমন জঘন্য অপবাদ এনেছে ..... পূর্ণ দশটি আয়াত।

٧٠٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا اَوْقِرَاءَةً مِنْهُ-

৭০৩৭ আবূ নুআয়ম (র).....বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এশার নামাযে সূরা والتين والزيتون পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর স্বর কিংবা তাঁর চেয়ে সুন্দর কিরাআত আর কারো থেকে আমি শুনিনি।

٧٠٣٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَاِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا-

৭০৩৮ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় গোপনে থাকতেন। আর তিনি উচ্চস্বরে (তিলাওয়াত) করতেন। যখন তা মুশরিকরা শুনল, তারা কুরআন ও তাঁর বাহককে গালমন্দ করল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ কে জানিয়ে দিলেন, আপনি আপনার নামাযে কুরআন উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং খুব চুপে চুপেও পড়বেন না।

٧٠٣٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ اِنِّيْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لَايَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

banglainternet.com

৭০৩৯ ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সা'সাআ (র)-কে বললেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি, তুমি বকরীপাল ও ময়দানকে ভালবাস। সুতরাং তুমি যখন বকরীর পাল কিংবা ময়দানে থাকবে, তখন নামাযের জন্য উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ মুআয্যিনের আযানের স্বর যতদূর পৌঁছবে, ততদূরের জ্বিন, ইনসান, অন্যান্য জিনিস যারাই শুনবে, কিয়ামতের দিন তারা তার সপক্ষে সাক্ষী দেবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٧٠٤٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَأْسُهُ فِيْ حَجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ-

৭০৪০ কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক থাকত আমার কোলে অথচ আমি তখন ঋতুমতী অবস্থায় ছিলাম।

٣١٥٥ بَابُ : فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

৩১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর (৭৩ ঃ ২০)

٧٠٤١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ . فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ اَقْرَاَنِيْهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ اَرْسِلْهُ اِقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِيْ اَقْرَاَنِيْ فَقَالَ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-

৭০৪১ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (র) ও আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে (নামাযে) সূরায়ে ফুরকান তিলাওয়াত

banglainternet.com

করতে শুনেছি। আমি একাগ্রচিত্তে তাঁর তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এমন অনেকগুলো শব্দ তিলাওয়াত করছিলেন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিলাওয়াত করাননি। এতে আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় ধরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সালাম ফেরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরলাম। তারপর আমি তাঁর চাদর দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আর বললাম, আমি তোমাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তবে তোমার কিরাআতের মত নয়। তারপর আমি তাঁকে টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নিয়ে চললাম। এরপর আমি বললাম, আমি শুনলাম একে ভিন্ন শব্দ দ্বারা সূরা ফুরকান পাঠ করতে, যা আপনি আমাকে শিখাননি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ আচ্ছা, তাকে ছেড়ে দাও। তুমি পড়, হে হিশাম! এরপর আমি যেরূপ কিরাআত শুনেছিলাম তিনি সেরূপ কিরাআত পড়লেন। নবী ﷺ বললেন ঃ কুরআন অনুরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তুমি পাঠ কর। আমি সেভাবে পড়লাম যেভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (পাঠ) নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয়, তা সেভাবে তোমরা পাঠ কর।

٣١٥٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ يَذَّكَّرُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ مُيَسَّرٌ مُهَيَّأٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ-

৩১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (৪৫ ঃ ৩২)। নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়। ميسر অর্থ প্রস্তুতকৃত। মুজাহিদ (র) বলেন, يسرنا القران بلسانك –এর অর্থ আমি কুরআন তিলাওয়াত আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি

٧٠٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنِيْ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ-

৭০৪২ আবূ মা'মার (র)..... ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমলকারীরা কিসে আমল করছে? তিনি বললেন, যাকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেওয়া হয়।

٧٠٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِيْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ عُوْدًا فَجَعَلَ تَكُتُ فِي الْاَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا كُتِبَ

banglainternet.com

مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا أَلاَ نَتَّكِلُ ؟ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ-

৭০৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার কোন জানাযায় ছিলেন। তারপর তিনি একটি কাঠের টুকরা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে নির্ধারিত করা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, তা হলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন ঃ তোমরা আমল করতে থাক। প্রত্যেককেই সহজ করে দেয়া হয়। (অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الآية ---সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে..... !

٣١٥٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ، وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ ، قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوْبٍ : يَسْطُرُوْنَ يَخُطُّوْنَ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَأَصْلُهُ مَا يَلْفِظُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْتُبُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ، يُحَرِّفُوْنَ يُزِيْلُوْنَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيْلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ وَلٰكِنَّهُمْ يُحَرِّفُوْنَهُ يَتَأَوَّلُوْنَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيْلِهِ دِرَاسَتِهِمْ تِلاَوَتُهُمْ وَاعِيَةٌ حَافِظَةٌ وَتَعِيْهَا وَتَحْفَظُهَا وَأُوْحِيَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ يَعْنِيْ أَهْلَ مَكَّةَ وَمَنْ بَلَغَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيْرٌ ، وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ رَبِّيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

৩১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (৮৫ ঃ ২১, ২২) শপথ তূর পর্বতের। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে। (৫২ ঃ ১, ২)

কাতাদা (র) বলেন, مسطور অর্থ লিপিবদ্ধ 'يسطرون' অর্থ তারা লিখেছ ام الكتاب অর্থাৎ কিতাবের স্তর ও মূল ما يلفظ অর্থ যা কিছু বলা হয়, তা লিপিবদ্ধ হয়। এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ভালমন্দ সব লিপিবদ্ধ করা হয়। يحرفون-এর অর্থ পরিবর্তন করা। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহ্‌র কোন কিতাবের শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। তবে তারা তাহরীফ তথা অপব্যাখ্যা করতে পারে। دراستهم অর্থ তাদের তিলাওয়াত, واعية অর্থ সংরক্ষণকারী, تعيها অর্থ তা সংরক্ষণ করে। এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি (৬ ঃ ১৯)। অর্থাৎ মক্কাবাসী এবং যাদের কাছে এ কুরআন প্রচারিত হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য সতর্ককারী। আমার কাছে খালীফা (র) বলেছেন, মুতামির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর মাখলূকাত সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ

banglainternet.com

রাখলেন। "আমার গযবের উপর আমার রহমত প্রবল হয়েছে" এটি তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে

٧٠٤٤ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

৭০৪৪ মুহাম্মদ ইবন আবূ গালিব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তা হলো "আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রগামী রয়েছে" এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লিপিবদ্ধ আছে।

٣١٥٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ، اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ، وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِيْنَ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ ، اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بَيْنَ اللّٰهُ الْخَلْقَ مِنَ الْاَمْرِ لِقَوْلِهِ : اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ الْاِيْمَانَ عَمَلاً ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهِ ، وَقَالَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ، وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَالشَّهَادَةِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً

৩১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও (৩৭ ঃ ৯৬)। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে (৫৪ ঃ ৪৯)। ছবি নির্মাতাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দাও। তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যেন এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁর আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ (৭ ঃ ৫৪)

banglainternet.com

ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, আল্লাহ্ খালক্‌কে আমর থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। কেননা তার বাণী হলো ঃ الا له الخلق والامر – জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। নবী ﷺ ঈমানকেও আমল বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ যার (র) ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ جزاء بما كانوا يعملون - এটা তাদের কাজেরই প্রতিদান। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের নির্দেশ দিন, যেগুলো মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এসবকেই তিনি আমলরূপে উল্লেখ করেছেন।

٧٠٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ وَالْقَاسِمُ التَّمِيْمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ فَدَعَاهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا اٰكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَاُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَمَرَ بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لَا نُفْلِحُ اَبَدًا فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ اَنَا اَحْمِلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا-

৭০৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারমের এ গোত্রটির সাথে আশ'আরী গোত্রের গভীর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। এক সময় আমরা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার আনা হল। এতে মুরগীর গোশতও ছিল। এ সময় তাঁর নিকট বনী তায়মুল্লাহ্‌র এক ব্যক্তি ছিল। সে (দেখতে) যেন আযাদকৃত গোলাম (অনারব)। তাকেও আবূ মূসা (রা) খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু জিনিস খেতে দেখেছি, যার ফলে এটি খেতে আমি ঘৃণা করি। এই জন্য কসম করেছি, আমি তা আর খাব না। আবূ মূসা (রা) বললেন, তুমি এদিকে এসো, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব। আমি এক সময় আশ'আরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের বাহন দেব না। আর তোমাদের দেওয়ার মত আমার কাছে বাহন নেই। তারপর নবী ﷺ -এর

banglainternet.com

কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হলে তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আশ'আরীদের দলটি কোথায়? তারপর তিনি পাঁচটি মোটা তাজা ও উত্তম উট আমাদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এগুলো নিয়ে ফিরার পথে বলতে লাগলাম, আমরা যে কি কর্মটি করলাম! নবী ﷺ কসম করে বললেন, আমাদের বাহন দেবেন না। এবং তাঁর কাছে দেওয়ার মত বাহন নেই। তারপরও তো তিনি আমাদের বাহন দিয়ে দিলেন। হয়ত আমরা তাঁকে তাঁর কসম সম্পর্কে অজ্ঞাত অবস্থায় পেয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনো সফলকাম হবো না। তাই আমরা তাঁর কাছে আবার গেলাম এবং তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের বাহন দেইনি, বরং দিয়েছেন আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন বিষয়ে কসম করি যদি তার বিপরীতে মঙ্গল দেখতে পাই, তবে তা করে নেই এবং (কাফ্‌ফারা দিয়ে) কসম থেকে বের হয়ে আসি।

٧٠٤٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ مُضَرَ ، وَاِنَّا لاَ نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِيْ اَشْهُرٍ حُرُمٍ ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اٰمُرُكُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَتُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ لاَ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ-

৭০৪৬ আমর ইব্‌ন আলী (র).....আবূ জামরা দুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এবং আপনাদের মাঝখানে মুযার গোত্রের মুশরিক্‌দের বসবাস। যদ্দরুন আমরা সম্মানিত মাস (আশহুরে হুরুম) ছাড়া আর কোন সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিন, যা মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমরা যাদের রেখে এসেছি তাদেরও আহবান জানাতে পারব। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার। আর তোমরা জান কি, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। তোমাদের চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, (তা হলো) লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরি পাত্রে, খেজুর গাছের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্রে, আলকাতরা জাতীয় (রাসায়নিক) দ্রব্য দিয়ে প্রলেপ দেওয়া পাত্রে, মাটির সবুজ ঘটিতে তোমরা পান করবে না।

banglainternet.com

٧٠٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ-

৭০৪৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তখন তাদেরকে হুকুম করা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দাও।

٧٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ-

৭০৪৮ আবূ নুমান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত কর।

٧٠٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً-

৭০৪৯ মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ? তা হলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক।

٣١٥٩ بَابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَاَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

৩১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্গার ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না

٧٠٥٠ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِيْ لَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا-

banglainternet.com

৭০৫০ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র)..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী ঈমানদারের উদাহরণ উত্‌রুজ্জার (কমলালেবু) মত। এর স্বাদও উত্তম এবং ঘ্রাণও হৃদয়গ্রাহী। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ যেন খেজুর। এটি খেতে স্বাদ বটে, তবে তার কোন সুঘ্রাণ নেই। কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহ্‌গার ব্যক্তিটি সুগন্ধি ঘাসের তুল্য। এর ঘ্রাণ আছে বটে, তবে স্বাদে তিক্ত। আর যে অতি গুনাহ্‌গার হয়ে আবার কুরআনও তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলের মত। এ ফল স্বাদেও তিক্ত এবং এর কোন সুঘ্রাণও নেই।

٧٠٥١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى بْنُ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ اُنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَيْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِيْ اُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ-

৭০৫১ আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী ﷺ -কে জ্যোতিষদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তারা মূলত কিছুই নয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কখনো কখনো তারা তো এমন কিছু কথাও বলে ফেলে যা সত্য হয়। এতে নবী ﷺ বললেন ঃ এসব কথা সত্য। জ্বিনেরা এসব কথা প্রথম শোনে, (মনে রেখে) পরে এদের দোসরদের কানে মুরগির মত করকর রবে নিক্ষেপ করে দেয়। এরপর এসব জ্যোতিষী সামান্য সত্যের সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়।

٧٠٥٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتّٰى يَعُوْدَ السَّهْمُ اِلٰى فُوْقِهِ قِيْلَ مَا سِيْمَاهُمْ قَالَ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ اَوْ قَالَ التَّسْبِيْدُ-

৭০৫২ আবূ নুমান (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার (ধনুক) থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুণ্ডন।

banglainternet.com

٣١٦٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَنَّ اَعْمَالَ بَنِيْ اٰدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوْزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّوْمِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ ، وَاَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

৩১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড (২১ ঃ ৪৭)। আদম সন্তানদের আমল ও কথা পরিমাপ করা হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, রুমীদের (ইটালীয়দের) ভাষায় القسطاس অর্থ ন্যায় ও ইনসাফ। القسط শব্দমূল হল القسط। المقسط-অর্থ ন্যায়পরায়ণ। অপর পক্ষে القاسط-এর অর্থ (কিন্তু) জালিম।

٧٠٥٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ-

৭০৫৩ আহ্মাদ ইব্ন আশকাব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি কলেমা (বাণী) রয়েছে, যেগুলো দয়াময় আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে খুবই সহজ (আমলের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম'-- আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র।

(تَمَّ صَحِيْحُ الْاِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/৮০৭২(উ)—৫২৫০

banglainternet.com